হাপরিনির্ব্বাণসূত্র।

অর্থাৎ

দ্ধদেবের অন্ত্য জীবন ও উপদেশ।

তস্মা হানন্দ অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা
পা সরণা অনঞ্ঞসরণা—

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতা

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে"

পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৌদ্ধাব্দ ২৪৪৩। খ্রীষ্টাব্দ ১৯০১।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

...পরিনির্ব্বাণ সূত্র গ্রন্থের ইতিহাস।—মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র নামক পালিগ্রন্থ সূত্র পিটকের দীঘ নিকায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ তিন মাসের ঘটনা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব যে সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ইংলণ্ড দেশীয় অধ্যাপক চাইল্‌ডার্স মূল মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র গ্রন্থ লণ্ডন রয়াল্ এসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়াছেন। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণ বিদ্যমান আছে। রীজ্‌ডেভিড্‌স্ উক্তগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ Sacred Books of the East Series মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে জর্জ টার্ণার মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচারক কলিকাতা নিবাসী পরহিতব্রত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় এই প্রাচীন পালি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিবার পথ সুগম করিয়া দিলেন।

বিরচন কাল।—কতকাল পূর্ব্বে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র বিরচিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার ওল্‌ডেনবার্গের মতে ইহা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথমতঃ বিরচিত হয়। তিনি

বলেন মহাপরিনির্ব্বাণ স্থত্রে বুদ্ধের পরিনি.র্ব্বাণের বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে অথচ প্রথম বোধিসঙ্ঘের উল্লেখমাত্রও নাই। ইহা দ্বারা তিনি অনুমান করেন যে প্রথম বোধসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দের পূর্ব্বে) এই গ্রন্থের বিরচন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক রীজ ডেভিড্‌সের মতে মহাপরিনির্ব্বাণ স্থত্র খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের একটী ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন পাটলীগ্রাম এক সময়ে পাটলীপুত্র নামে খ্যাতিলাভ করিবে এবং বাণিজ্য ও সভ্যতা বিষয়ে ইহা শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। কথিত আছে মগধরাজ উদয়াশ্ব খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে পাটলীপুত্র নগর নির্ম্মাণ করেন অতএব মহাপরিনির্ব্বাণ স্থত্র উহাব পরে বিরচিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থে চৈত্য বন্দনার উল্লেখ নাই। স্তূপ নির্ম্মাণের প্রথা তখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে বহু স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব ঐ শতাব্দীব পূর্ব্বে আলোচ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। চীনদেশের বৃত্তান্ত অনুসাবে জানা যায় মহাপরিনির্ব্বা[ণ] স্থত্র আটবার চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪[র্থ] শতাব্দীতে পূর্ব্ব চিংবংশের রাজত্বকালে এই গ্রন্থেব প্রথম অনুবা[দ] পরিনিষ্পন্ন হয়।

উক্তগ্রন্থে লিখিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।—মহাপরিনির্ব্বাণ স্থত্রে প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে মগধরাজ অজাতশত্রু খৃঃ পূঃ ৫৪ অব্দে বজ্জি (বৃজি) জাতির পরাভব করেন। অন্যান্য গ্রন্থের ম সঙ্কলন করিয়া জানা যায় এই বৃজিগণ লিচ্ছবি প্রভৃতি অ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তীরভুক্তি, জনকপুর, বৈশালী, মতিহা

প্রভৃতি স্থানে উহাদের রাজধানী ছিল। ভারত হইতে বিদূরিত হইয়া উহারা নেপাল, তিব্বত, লাডাক, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ সকল দেশে যে সকল অসভ্য লোক বাস করিত তাহারা বৃজিগণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৬ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় লোক নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব স্থাপন করে।

কুশীনগরের শালবনে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার দেহাবশেষ ভাগ করিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন জনপদ হইতে লোক সমাগত হইয়াছিল। কুশীনগরের মল্লগণ, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিল বস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পকের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিযগণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ, পাবার মল্লগণ ও রাজগৃহের অজাতশত্রু ইঁহারা সকলেই বুদ্ধের শরীরের অস্থির অংশ লইয়া উহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিপ্পলবনের মৌর্য্যগণ অঙ্গারের উপর ও দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ কুম্ভের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

...ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে বুদ্ধের জীবৎকালে পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরাট্টিপুত্র, ও নিগ্রন্থনাথপুত্র এই ছয়টী প্রসিদ্ধ তীর্থকর বিদ্যমান ছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই ছয় জন তীর্থকরের সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

পূরণ কাশ্যপ।—একজন ভদ্রলোকের ঔরসে ও কোন বিজাতীয় রমণীর গর্ভে পূরণ কাশ্যপের জন্ম হয়। পূর্ব্বে ঐ বংশে ৯৯ জন

জন্মিয়াছিল। তাহার জন্মে এক শত পূর্ণ হওয়ায় সে পূ
আখ্যা লাভ করে। তাহার ব্যক্তিগত নাম কাশ্যপ। তা
প্রভু তাহাকে দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে
কার্য্যে বিরক্ত হইয়া বনে পলায়ন করে ও দস্যুগণ তাহার বস্ত্র
কাড়িয়া লয়। সে বিবস্ত্র হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ ক
সে গ্রামের অধিবাসিগণকে বলিল "আমি সমস্ত বিদ্যায় পূ
লাভ করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে পূরণ বলে, এবং
ব্রাহ্মণ বংশে জন্ময়াছি বলিয়া আমার নাম কাশ্যপ হইয়া
তখন গ্রামবাসিগণ তাহাকে একখানি বস্ত্র প্রদান করিল।
বলিল "লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহৃত হয়; পাপ
লজ্জার উৎপত্তি হয়; আমি সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি নির্ম্মূল করি
অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।" তখন গ্রামবা
তাহাকে নানা প্রকারে পূজা করিতে লাগিল। তাহার
পাঁচ শত প্রধান শিষ্য ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০০০ অশীতি
লোক তাহার মত অনুবর্ত্তন করিয়াছিল।

মস্করী গোশাল।—ইহার প্রকৃত নাম মস্করী। গো
এক দাসীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় ইহার নাম গোশাল হয়।
প্রভুর আদেশ অনুসারে সে এক দিন একটী ঘৃতকুম্ভ মস্তকে
যাইতেছিল। কোন পঙ্কময় স্থানে তাহার পদস্খলন হ
সমস্ত ঘৃত নষ্ট হয়। সে ভয়ে পলায়ন করিতেছিল এমন
তাহার প্রভু তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লয়েন। সে বিবস্ত্র হইয়
প্রবেশ করে ও তদনন্তর সমীপবর্ত্তী গ্রামে গমন করিয়া
সকলকে প্রতারিত করে। তাহার ৫০০ পাঁচ শত প্রধান
ছিল। অশীতি সহস্র লোক তাহার মতের অনুসরণ করিত

অজিত কেশকম্বলী।—সে তাহার প্রভুর ভৎর্সনা সহ্য করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। সে কেশনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিত এবং সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিত। তাহার মত এই যে, মাছ মারা ও মাছ খাওয়া উভয়ই তুল্য অপরাধজনক। একটী লতার ছেদন করা ও কোন প্রাণীর বধ করা দুইই একরূপ পাপ।

ককুধ কাত্যায়ন—এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে কোন বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ককুধ বৃক্ষের তলে জন্ম হওয়ায় সে ককুধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে সে জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায় প্রাপ্ত না হওয়ায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে। সে বলিত শীতল জলে বহু কীট বিদ্যমান থাকে। অতএব শীতল জল পান করা অত্যন্ত গর্হিত। সেই জন্য সেই সন্ন্যাসী ও তাহার শিষ্যগণ জল উষ্ণ করিয়া পান করিত। পাদ প্রক্ষালন কালেও জল উষ্ণ করিয়া লইত। কোন নদী বা তড়াগ পার হইবার সময়ে উহারা অত্যন্ত মনোবেদনা অনুভব করিত ও বলিত "হায়! আমরা এই শীতল জলে বহু কীটের প্রাণসংহার করিলাম।"

সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র।—ইহার মস্তকে সঞ্জ (wood apple) ফলের ন্যায় মাংসপিণ্ড বিদ্যমান থাকায় সে সঞ্জয় নামে খ্যাতি লাভ করে। বেলাস্থি নাম্নী দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়ায় সে বেলাস্থি-পুত্র এই আখ্যায় প্রসিদ্ধ হয়। সে বলিত এই জন্মে যাহারা যে ভাবে বিদ্যমান আছে পরজন্মে তাহারা ঠিক সেই ভাবে পুনরুৎপন্ন হইবে। বিপদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও বহুপদ প্রাণিগণ পরজন্মে অবিকল স্বীয় অবয়ব লাভ করিবে।

নিগ্রন্থনাথপুত্র।—সে নাথ নামক কৃষকের পুত্র। সে বলিত "এমন গ্রন্থ নাই যাহা আমি পাঠ করি নাই", এই হেতু সে নিগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে আরও বলিত "আমার দেহ নিষ্পাপ; যদি কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে আমার নিকট আসুন, আমি ব্যাখ্যা করিতেছি।" তাহার পাঁচ শত প্রধান শিষ্য ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম।—তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সংঘটিত হইয়াছিল। সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ যথা :—

(১) চারিটী স্মৃত্যুপস্থান, (২) চারিটী সম্যক্ প্রহাণ, (৩) চারিটী ঋদ্ধিপাদ, (৪) পঞ্চইন্দ্রিয়, (৫) পঞ্চবল, (৬) সপ্ত বোধ্যঙ্গ, ও (৭) আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

চারিটী স্মৃত্যুপস্থান।—(ক) কায় অনিত্য, (খ) বেদনা দুঃখময়ী, (গ) চিত্ত চঞ্চল ও (ঘ) পদার্থ সকল অলীক, এই চারি প্রকার ভাবনার নাম চারিটী স্মৃত্যুপস্থান।

চারিটী সম্যক্ প্রহাণ।—(ক) উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ, (খ) অনুৎপন্ন পুণ্যের উৎপাদন, (গ) উৎপন্ন পাপের বর্জ্জন, ও (ঘ) অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদ, এই চারি প্রকার চেষ্টার নাম চারিটী সম্যক্ প্রহাণ।

চারিটী ঋদ্ধিপাদ।—(ক) অলৌকিক ক্ষমতালাভের অভিলাষ, (খ) অলৌকিক ক্ষমতা লাভের চিন্তা, (গ) অলৌকিক ক্ষমতালাভের চেষ্টা ও (ঘ) অলৌকিক ক্ষমতালাভের অনুসন্ধান।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়।—(ক, শ্রদ্ধা, (খ) সমাধি, (গ) বীর্য্য, (ঘ) স্মৃতি ও (ঙ) প্রজ্ঞা।

পঞ্চবল।—(ক) শ্রদ্ধাবল, (খ) সমাধিবল, (গ) বীর্য্যবল, (ঘ) স্মৃতিবল ও (ঙ) প্রজ্ঞাবল।

সপ্তবোধ্যঙ্গ।—(ক) স্মৃতি, (খ) ধর্ম্মপ্রচার, (গ) বীর্য্য, (ঘ) প্রীতি, (ঙ) প্রশ্রব্ধি, (চ) সমাধি ও (ছ) উপেক্ষা।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।—(ক) সম্যক্ দৃষ্টি, (খ) সম্যক্ সঙ্কল্প, (গ) সম্যক্ বাক্, (ঘ) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (ঙ) সম্যগাজীব, (চ) সম্যক্ ব্যায়াম, (ছ) সম্যক্ স্মৃতি, ও (জ) সম্যক্ সমাধি।

উল্লিখিত সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ ব্যতীত আরও অনেক দার্শনিক তত্ত্ব মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে।

অষ্ট বিমোক্ষ।—(১) অন্তরে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহিঃপ্রদেশে রূপ দেখিতে পায়; (২) অন্তরে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহিঃপ্রদেশে রূপ দেখিতে পায়; (৩) অন্তরে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহিঃপ্রদেশে রূপ দেখিতে পায় না; (৪) আকাশ অনন্ত এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আকাশানন্ত্যায়তন সংজ্ঞায় উপস্থিত হয়; (৭) জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে উপস্থিত হয়; এবং (৮) জ্ঞানও নাই, জ্ঞাতাও নাই এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সংজ্ঞা-বেদয়িতৃনিরোধধ্যানে বিহার করে।

চারিটী আর্য্য সত্য।—(ক) দুঃখ, (খ) দুঃখের উৎপত্তি, (গ) দুঃখের ধ্বংস, ও (ঘ) দুঃখধ্বংসের উপায়।

পঞ্চনীবরণ।—অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ গ্রন্থে ছয়টী নীবরণের উল্লেখ আছে; যথা,—

(ক) কামচ্ছন্দ নীবরণ, (খ) ব্যাপাদ নীবরণ, (গ) স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, (ঘ) ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য নীবরণ, (ঙ) বিচিকিৎসা নীবরণ, ও (চ) অবিদ্যানীবরণ।

চারিটী আসব।—(ক) কামাসব, (খ) ভবাসব, (গ) দৃষ্ট্যাসব, ও (ঘ) অবিদ্যাসব।

২৪ উপক্লেশ।—ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অনপত্রপা, স্ত্যান, অশ্রাদ্ধ্য, কৌসীদ্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক, ও বিচার।

পঞ্চশীল।—প্রাণাতিপাত নিবৃত্তি, অদত্তাদান নিবৃত্তি, কামেষু মিথ্যাচার নিবৃত্তি, সুরামৈরেয় মদ্যপান নিবৃত্তি, ও মৃষাবাদ নিবৃত্তি।

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।—বুদ্ধদেব জীবনের শেষ তিনমাসে যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

রাজগৃহ—এই স্থানে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের উপর অধিরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিম্বিসার এই স্থানে প্রথমতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম রাজগির।

নালন্দা—বুদ্ধদেব এই স্থানের প্রাবারিকাম্রবনে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ফাহিয়ান্ ও হুয়েন্সাঙ্ এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম বরগাঁও। ইহা রাজগিরের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

পাটলীগ্রাম—এই স্থানে মগধরাজ অজাত শত্রুর সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই অমাত্য বৃজিজাতির ধ্বংসের নিমিত্ত এক দুর্গ

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সুনীধ ও বর্ষকারের গৃহে ভোজন করিয়া গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হন। এই পাটলী গ্রাম কাল ক্রমে পাটলীপুত্র নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মগধরাজ কালাশোক পাটলীপুত্রে প্রথমতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম পাটনা।

বৈশালী—এই নগরীতে কোন গণিকার গৃহে বুদ্ধদেব আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। উক্ত গণিকা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুসংঘকে একটী আম্রবন প্রদান করিয়াছিল। ইহা পাটলী পুত্রের উত্তরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম বেসাড়। ইহা হাজিপুরের ২০ মাইল উত্তরে সংস্থিত।

পাবা—এই স্থানে চুন্দ নামক শিষ্যের গৃহে শূকর মাংস ভোজন করিয়া বুদ্ধদেব রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন্। আলাড় কালামের শিষ্য পুক্কুস এই স্থানে বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার বর্ত্তমান নাম পদরবন। ইহা গোরখপুরের ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও গণ্ডক নদের ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

হিরণ্যবতী নদী—বুদ্ধদেব এই নদীতে শেষ স্নান করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম শোণ। কাহারও মতে গণ্ডক নদের প্রাচীন নাম হিরণ্যবতী।

কুশীনগর—এই স্থানে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন ও সুভদ্র নামক পরিব্রাজক বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। ইহা বেতিয়ার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

পিপ্পলীবন—এই স্থানের মৌর্য্যগণ কুশীনগরে আসিয়া বুদ্ধের দেহের অঙ্গারাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা গোরখপুরের পূর্ব্বে, রাপ্তি ও গণ্ডক নদের মধ্যে অবস্থিত।

রামগ্রাম—এখানকার কোলিয়গণ বুদ্ধের দেহাবশেষের অষ্টম ভাগ লইয়া তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা গোরখপুরের পশ্চিমে,গগরা ও রাপ্তি নদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম রামনগর।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র গ্রন্থে খৃঃ পূঃ ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, শতাব্দীর অনেক সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধদেবের শেষ জীবনের ইতিবৃত্ত অপর কোন গ্রন্থে এরূপ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। আনন্দ বুদ্ধকে কিরূপ ভাবে সেবা করিতেন তাহা এই গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ভারতের একখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন ইতিহাস। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা সমাজসংস্করণে বদ্ধপরিকব হইয়াছেন বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বুদ্ধদেবের জীবন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই আদর্শ স্থানীয়।

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা, ৮।৭।১৯০১। } শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।

অনুবাদকের নিবেদন।

অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কোন্ ক্ষুদ্র কারণ প্রথম উপস্থিত করিয়া তাহার ফলস্বরূপ কি মহৎ ঘটনা ঘটাইবেন কে বলিতে পারে? অল্পজ্ঞান মনুষ্যের নিকট সকল কার্য্যই অল্পজ্ঞানবিজৃম্ভিত অথবা সাময়িক ফলপ্রদ প্রতীত হয়, কিন্তু অনন্ত-প্রেম-পুণ্যময় পরমেশ্বর যাহা করেন তাহারই ফলের নিত্যতা আছে। ক্ষুদ্রের নিকট যাহা ক্ষুদ্র অনন্তের নিকট তাহা অশেষ ফলপ্রদ। যে মনুষ্য পদে পদে পাপে কলঙ্কিত হইতেছে, যে আপনার জীবনে কিছুই মহৎ দেখিতে পায় না, তাহাতেও মহত্ব আছে, তাহার প্রতি মনুষ্য সম্মান না দিলেও স্বয়ং পরমেশ্বর তাহাকে সম্মান প্রদান করেন। সামান্য ব্যক্তির জন্ম, শিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশলাভ, সংসারের কর্ত্তব্যসম্পাদন ও মৃত্যু কোন্ স্থানে কি অবস্থাতে হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান কে লয়, কিন্তু যিনি মনুষ্যাত্মাকে অত্যন্ত স্নেহচক্ষে নিত্যকাল দেখিতেছেন, তিনি প্রত্যেক সামান্য লোকের জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তাঁহার স্বকীয় প্রেমপুণ্যের ব্যবস্থা বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করেন। বর্ত্তমান নবযুগের নববিধানের সমন্বয় ধর্ম্ম যাঁহারা যে স্থানে বসিয়া লাভ করুন না কেন, ধর্ম্ম লাভ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন; সেই স্থানের বিশেষত্ব আছে, একথা আর কে চিন্তা করিয়া থাকেন? কালদেশের ভাবকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করিয়া ধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রাণে প্রকাশ হয় ইহা ধর্ম্মজগতের একটি নিত্য সত্য। আমি শত অযোগ্যতাসত্বেও বুদ্ধদেবের জীবনের আলোচনা করিতে

সাহসী হইয়াছি কেন ? আমি এ প্রশ্নের এইমাত্র উত্তর দিতে পারি যে, আমার জীবনে নববিধান প্রকাশ পাইবার স্থান আমাকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছে। নববিধানের স্পর্শে জাগ্রৎ হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, সকল সাধু মহাজনগণকে জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাব অন্তরে উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঈশার প্রতি এবং শ্রীশাক্যের প্রতি প্রাণ অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইল। ঈশার প্রতি শ্রদ্ধা বাইবল শাস্ত্র ও ঈশাদাস প্রচারক-গণকে দিতে হইল এবং শাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা সাধু অঘোরনাথ বিরচিত শাক্যমুনিচরিত দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বুদ্ধ গয়ার মন্দির ও বোধিদ্রুমের মূল পর্য্যন্ত লইয়া গেল। গয়াতে অবস্থিতিকালে শাক্যমুনিকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে শিক্ষা করাতে প্রাণ তখন শাক্যমুনিচরিত ও বুদ্ধমন্দিরে আর সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, সেই সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি সুগতের বিষয় অধিকতররূপে জ্ঞাত হইতে ব্যাকুল হইল এবং ইংরাজিতে অনুবাদিত বৌদ্ধশাস্ত্রের মহা-ভাণ্ডারের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। শ্রীভগবানের মঙ্গল কৌশলে সংসারের অনিত্যতা ক্রমে প্রমাণ হইতে লাগিল এবং বুদ্ধভক্তসঙ্গ, বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ও বৌদ্ধতীর্থদর্শনে প্রাণ এত মুগ্ধ হইয়া গেল যে, স্বকীয় হীনাবস্থা বিস্মৃত হইয়া এবং মূল পালি ও সংস্কৃত ভাষা অনভিজ্ঞ হইয়াও প্রফেসর মোক্ষমূলর সম্পাদিত পুস্তক হইতে মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিয়দংশ অনুবাদ করিবার পরই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে অনুবাদের অনুবাদ কখনও বিশ্বাসযোগ্য ও তৃপ্তিকর হইতে পারে না ; বিশেষ মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র পালিভাষায় লিখিত ; পূর্ব্বকালীয় স্বদেশীয় ভাষার গ্রন্থ বিদেশীয় ভাষায় অনুবা-

দিত, সেই বিদেশীয় ভাষা হইতে পুনরায় স্বদেশীয় ভাষান্তরে অনুবাদ কখনও তৃপ্তিজনক হইতে পারে না। আমি এইরূপ অনুবাদ করিতেছি শুনিতে পাইয়া আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ধর্ম্মবন্ধু আমাকে তিরস্কার করিলেন ও উৎসাহ দিয়া বলিলেন যত্ন করিয়া পালিভাষা শিক্ষা করিয়া মূল হইতে অনুবাদ করা উচিত।তাঁহার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পালি শিখিতে আরম্ভ করি এবং দুই তিন বৎসর অল্পাধিক পরিশ্রমের পর এই অনুবাদটি সমাধা হইয়াছে।

এ বিষয়ে আমার অধিকার কি? এ প্রশ্ন আমার মনে অনেক বার উপস্থিত হইয়াছে। আমার পক্ষে শাক্যসিংহের জীবনের চর্চ্চা করা অসঙ্গত এই বলিয়া যদি কোন পাঠক এই ক্ষুদ্র অনুবাদ গ্রন্থখানি পাঠে বিরত হন তাহা হইলে আমার তাঁহাকে কিছুই বলিবার নাই। আমার জীবনেও এইরূপ প্রশ্ন একবার বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে যোগ ছিল, তথাপি নববিধানের আকর্ষণ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অনুভব করি নাই। ১৮৮৩ সনের শেষভাগে নববিধানের নূতন নূতন মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতেছি এই অবস্থায় সংবাদ বাহক হইয়াআচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের আনুমানিক দশ দিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। কমল কুটীরের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তিনি অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় প্রভৃতি প্রচারক সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রকে পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি করিতাম, নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল যে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করি। কিন্তু মনে প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে 'তুমি কে যে তুমি কেশবচন্দ্রের পাদ স্পর্শ করিবে। যাঁহারা

ইহার উপযুক্ত সম্মান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পাদস্পর্শ করিবেন, তোমার ইহাতে কি অধিকার ?' মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হওয়াতে করজোড়ে দূর হইতে নমস্কার করিলাম, কিন্তু আমার আর সে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা ঘটিল না। সেই জন্য এখন স্থির করিয়াছি যে, এরূপ বিনয় করিয়া সুযোগ হারান উচিত নহে। এদিকে স্বীয় উপযুক্ততা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; তাহার পর যখন উপযুক্ততার বিষয় মনে উপস্থিত হইল তখন মনে হইল যে হয়ত ভগবান্ আমার জঘন্য অবস্থা আমাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য কৌশল করিয়া আমাকে শ্রীশাক্যের গুণানুশীলনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন ; যদি পরিত্রাতার এই কৌশল হয় তবে তো আমি লজ্জিত হইয়াও গৌরবান্বিত। অতএব এ কার্য্য আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু পরে আরও প্রকাশ হইল যে, সুন্দর, অকিঞ্চন, অনন্তসুখসাগরে নিমগ্ন বুদ্ধ আমাতেও নিদ্রিত আছেন। ঐ যে দূরে সুন্দর সম্যক্ সম্বুদ্ধ আমি ভবিষ্যতে শোভা পাইতেছি। যে তথাগতের সুগম্ভীর শান্তমূর্ত্তি ও অতুল করুণার কথা মনে করিতে প্রাণে কত আনন্দ হয়, যাঁহার গুণ চিন্তনে প্রভুর কৃপায় কত দিন কত পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি ; এবং যাঁহাকে প্রাণের সঙ্গী করিতে কতই আকাঙ্ক্ষা হয়, শেষে দেখিলাম তাঁহার সৌন্দর্য্য আমারই ভবিষ্যৎ সৌন্দর্য্য। তাঁহার গুণের প্রশংসা আমারই ভবিষ্যতের গৌরবের প্রশংসা। সেই স্বর্গীয় রত্ন সকল এখনই দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে আমিও সেই সকল ধনরত্নের জন্য ব্যাকুল হইব এবং অন্য কোন সামান্য ধনে মুগ্ধ না হইয়া পিতার নিকট সেই সকল স্বর্গীয় ধনরত্ন চাহিয়া লইব। অতএব যে ব্যক্তির অবস্থা যত

হীন হউক না কেন, বুদ্ধের চরিত আলোচনা করা ও তাঁহার অব্যাহত সুখ সৌন্দর্য্যের চিন্তা করা, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় ভবিষ্যৎ গৌরবের বিষয় চিন্তাকরা মাত্র।

পালিভাষা শিক্ষা করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত; কিন্তু ভগবানের বিচিত্র লীলাতে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটীর স্থাপনকর্ত্তা ও প্রাণ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাপাল প্রথম হইতে আমাকে এ বিষয়ে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচয়ে কলিকাতা প্রবাসী কয়েকটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বুদ্ধ গয়াবাসী শ্রীযুক্ত সুমঙ্গল ভিক্ষু এ বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। অনুবাদটি শেষ হইয়া গেলে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বিশেষ কৃপা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া অনুবাদটি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। একথা স্বীকার করা বাহুল্যমাত্র যে এই পণ্ডিত মহাশয় কৃপা করিয়া সাহায্য না করিলে এই পুস্তকে অধিক পরিমাণে ভ্রম থাকিয়া যাইত। যাঁহারা কৃপা করিয়া এই অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমাদের দেশ এখন একরূপ বৌদ্ধশূন্য, বৌদ্ধগ্রন্থের আদর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, এই মাত্র আশা যে, যাঁহারা নবালোকে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ন সকল সংগ্রহ করিতেছেন এবং আপনাদিগের জীবনকে সুশোভিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া বুদ্ধচরিত্রের সৌন্দর্য্য অধিকতর রূপ অনুভব করিলেই, আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

বুদ্ধদেবের অন্ত্যজীবন ও উপদেশ।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র।

সেই সম্যকরূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ ভগবান্ (শাক্য সিংহকে) নমস্কার।

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একদা ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদেশ আক্রমণেচ্ছু হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি এই মহাসমৃদ্ধিশালী ও প্রভাবশালী বৃজিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব, তাহাদিগের মহা বিপৎ কর দুঃখ ঘটাইব।"

২। অনন্তর এই রাজা অজাতশত্রু মগধের প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পদে আমার মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম জ্ঞাপন করিবে এবং তিনি নীরোগ ও শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছেন কি না, স্বচ্ছন্দ ও সবল শরীরে বিহার করিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করিবে। তৎপর বলিবে যে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের পদে মস্তক রক্ষা করিয়া প্রণাম করিয়াছেন এবং ভগবান্ নীরোগ ও শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছেন কি না, সুস্থ ও সবল শরীরে বিহার করিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদেশ

আক্রমণেচ্ছু হইয়াছেন। তিনি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন 'আমি এই মহাসমৃদ্ধিশালী ও প্রভাবশালী বৃজিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব, তাহাদিগের বিপৎকর দুঃখ ঘটাইব।' ভগবান্ বুদ্ধ তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করেন তাহা সাবধানতার সহিত স্মরণ করিয়া আমার নিকট বলিবে। তথাগতগণ অসত্য বলেন না।"

৩। মহামন্ত্রী বর্ষকার, রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং কতিপয় উৎকৃষ্ট যানে অশ্ব যোজনা করাইলেন, এবং তাহার একখানিতে আরোহণ করিয়া রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। উৎকৃষ্ট যান সকলে আরোহণ করিয়া গৃধ্রকূটে উপনীত হইলেন *।

যানে গমনোপযোগী স্থান যানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ষকার যান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং পদব্রজে ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ বর্ষকার ও ভগবান্ বুদ্ধ পরস্পরের দর্শনে আনন্দ প্রকাশ ও স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন। তৎপর বর্ষকার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং মগধরাজের উক্তি যথাযথরূপে জ্ঞাপন করিলেন †।

৪। তৎকালে আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে বৃজিগণ এক হৃদয় হইয়া সভাতে মিলিত হয় এবং বহুল সভা করে?" (উত্তর)

---

* মন্ত্রীর সহিত অধিক লোক গিয়াছিল মনে হয় না। সম্ভবত গাড়ীর ডাক বসান হইয়াছিল।

† মূলগ্রন্থে মগধরাজ্যের উক্তি পুনরুক্ত হইয়াছে।

"আজ্ঞা, হাঁ, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে বৃজিগণ অভিন্ন হৃদয় হইয়া সভায় মিলিত হয় এবং বহুল সভা করে।" "হে আনন্দ যত দিন পর্য্যন্ত বৃজিগণ অভিন্ন হৃদয় হইয়া সভায় মিলিত হইবে এবং বহুল সভা করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়। তাহাদিগেব হানি হইবার আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ কবিয়াছ যে বৃজিগণ সকলেই একমত হইয়া সভাতে উপস্থিত হয় এবং একমত হইয়া উত্থান করে এবং একমত হইয়া সাধারণকর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করে?" "ভগবন্, আমি এইরূপ শ্রবণ কবিয়াছি।" "হে আনন্দ, যত দিন পর্য্যন্ত বৃজিগণ সকলেই একমত হইয়া সভায় উপস্থিত হইবে, একমত হইয়া উত্থান করিবে এবং একমত হইয়া সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে,তত দিন তাহাদিগ্নেব উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে পূর্ব্বে যেরূপ বিধি ব্যবস্থাপিত হয় নাই বৃজিগণ এরূপ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করে না, এবং পূর্ব্বব্যবস্থাপিত বিধি সকল বর্জ্জিত কবে না, এবং বৃজিধর্ম্মের যেরূপ প্রাচীন ব্যবস্থা আছে তাহাব অনুবর্ত্তী হইয়া তদ্দ্বারা বাস কবে?" "হে ভগবান্, আমি এইরূপ শ্রবণ কবিয়াছি।" "যতদিন পর্য্যন্ত বৃজীগণ এইরূপ আচবণ করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগেব উন্নতি হইবে আশা কবা যায, তাহাদিগের হানি হইবাব আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ কবিয়াছ যে বৃজিগণ তাহাদিগের বৃদ্ধদিগেব প্রতি সদ্‌ব্যবহার করে, তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করে এবং সেবা করে, এবং তাহাদিগের বক্তব্য সকল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে।" "হে ভগবন্, আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি" "হে আনন্দ,

যত দিন পর্য্যন্ত বৃজিগণ তাহাদিগের বৃদ্ধগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায় তাহাদিগের হানির আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে বৃজিগণ কুলবধূ ও কুমারীগণকে তিরস্কার ও বলপ্রকাশ পূর্ব্বক গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে না।" "হে ভগবন্, আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।" "হে আনন্দ, যত দিন পর্য্যন্ত বৃজিগণ কুলবধূ ও কুমারীগণকে তিরস্কার ও বলপ্রকাশপূর্ব্বক গৃহে আবদ্ধ করিয়া না রাখিবে তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানি হইবার আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে বৃজিগণ রাজধানীস্থ ও দেশাভ্যন্তরস্থ চৈত্য-সকলের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করে, সে সকলের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তাহাদের সেবা করে,এবং পূর্ব্বে যে সকল রাজস্ব সেই সকল দেবসেবার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লয় না।" "হে ভগবন্, আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।" "হে আনন্দ,যতদিন বৃজিগণ চৈত্য-সকলের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানি হইবার আশঙ্কা নাই।" "হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বৃজিদেশে অর্হদ্‌গণের রক্ষা,আবরণ ও ভবন পোষণের এরূপ সুব্যবস্থা আছে, যে, অন্যস্থানের অর্হদ্‌গণ সে দেশে আগমন করে ও তদ্দেশস্থিত অর্হৎগণ সে রাজ্যে অনায়াসে বাস করে।" "হে ভগবন্, আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।" 'হে আনন্দ, যত দিন পর্য্যন্ত বৃজিগণ অর্হদগণের প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহার করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানির আশঙ্কা নাই।"

৫। অনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"হে ব্রাহ্মণ, একদা বৈশালী নগরে সারন্দদ মন্দিরে অবস্থিতিকালে আমি বৃজিগণকে পরিহানিনিবারক এই সপ্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। বৃজিদেশে যত দিন এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইবে এবং যত দিন বৃজিগণ (যুবকদিগকে) এই বিষয় উপদেশ প্রদান করিবে তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।"

ব্রাহ্মণ বর্ষকার বলিলেন, "হে গৌতম, এই পরিহানিনিবারক সপ্তনিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সমগ্র রাজদেশের উন্নতির আশা করা যায় ও তাহাদিগের হানির আশঙ্কা নাই এবং যখন হানিনিবারক সাতটি নিয়মই বৃজিদেশে প্রতিপালিত হইতেছে, তখন মগধরাজ দ্বারা বৃজিদেশ কখনও পরাভূত হইবে না। মন্ত্রণাকৌশলে তাহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মগধরাজ যুদ্ধে বৃজিগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।

"হে গৌতম, এখন আমি প্রস্থান করিব। আমরা সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। উপস্থিত করণীয় বহু কার্য্য আছে।" ভগবান্ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার যাহা উচিত বোধ হয় তাহাই কর।"

অতঃপর ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবান্ বুদ্ধের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৬। ব্রাহ্মণ বর্ষকারের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরে ভগবান্ আয়ুস্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"হে আনন্দ, যে সকল ভিক্ষু রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিহার করে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থানশালাতে সম্মিলিত কর।" অনন্তর

আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের আদেশপালনে প্রস্তুত হইলেন, এবং রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল ভিক্ষু বিহার করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে উপস্থানশালাতে সম্মিলিত করিয়া ভগবানের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিলেন,—"হে ভগবন্, ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছে, এখন ভগবানের যাহা উচিত্ বোধ হয়, করুন।" অনন্তর ভগবান্ গাত্রোত্থান করত উপস্থানশালাতে গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে হানি-নিবারক সপ্তবিধ নিয়ম শিক্ষা দান করিব। মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "হে ভিক্ষুগণ, যত দিন পর্য্যন্ত তোমরা সকল ভিক্ষুগণ মধ্যে মধ্যে পূর্ণ সভায় মিলিত হইবে, যত দিন সকল ভিক্ষু অভিন্নহৃদয় হইয়া মিলিত হইবে, একত্র উত্থান করিবে ও সঙ্ঘকর্ত্তব্যসকল একমনা হইয়া সম্পাদন করিবে—যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ পূর্ব্বে যে সকল বিধি ব্যবস্থা-পিত হয় নাই তাহা ব্যবস্থাপিত না কর ও পূর্ব্ব ব্যবস্থাপিত বিধি সকল বর্জ্জিত না কর, এবং পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত অনুশাসনসকলের বশবর্ত্তী হইয়া কালযাপন কর, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাদিগের উন্নতির আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।

"যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ স্থবির, বহুদর্শী, বহুদিনের প্রব্রজিত, সঙ্ঘ পিতা ও সঙ্ঘ-নেতা ভিক্ষুগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে ও তাহাদিগকে মান্য ও শ্রদ্ধা করিবে, এবং তাহাদিগের ভরণপোষণ করিবে এবং তাহাদিগের বাক্যসকল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে—যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ পুনর্জ্জন্মোৎপাদনকারী বাসনার

বশবর্ত্তী না হইবে, যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ অরণ্যবাসের একান্ত পক্ষপাতী থাকিবে ও প্রত্যেকে স্মৃতিকে এরূপ উপস্থিত রাখিবে যে অনাগত, মৃদুস্বভাব, পবিত্র চরিত্র ব্রহ্মচারী সকল তাহাদিগের নিকট আসিবে এবং যাহারা তাহাদিগের নিকট আগমন করিবে তাহারা স্বচ্ছন্দ মনে বাস করিবে—তত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানির আশঙ্কা নাই।"

"যত দিন এই সপ্ত নিয়ম ভিক্ষুগণমধ্যে প্রতিপালিত হয় ও ভিক্ষুগণ এই সকল নিয়ম শিক্ষা দেয়, তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।

৭। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে হানিনিবারক অপর সপ্তবিধ নিয়ম শিক্ষা দান করিব। মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে ভগবান্ নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ বিষয়কর্ম্মে রত না হয়, বিষয়কর্ম্মপ্রিয় না হয়, বিষয়কর্ম্মের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে, যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ বৃথা আলাপে রত না হয়, বৃথা আলাপপ্রিয় না হয়, বৃথা আলাপের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে; যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ নিদ্রালু না হয়, নিদ্রাপ্রিয় না হয় ও নিদ্রালুতার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে; যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ জনসঙ্গপ্রিয় না হয়, জনসঙ্গরত না হয়, জনসমাজের সহিত মিলিত না হয়; যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ পাপমতি না হয়, পাপেচ্ছার বশবর্ত্তী না হয়; যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ পাপিগণের সহিত মিত্রতা না করে, পাপী ব্যক্তির বন্ধু না হয়; যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ অপর কোন সামান্য অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ সাধনে বিরত না হয়, তত

দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানি হইবার আশঙ্কা নাই।

যত দিন পর্য্যন্ত এই সাতটি নিয়ম ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রতিপালিত হইবে এবং এই সকল নিয়ম উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে তত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের উন্নতি হইবে, আশা করা যায়, তাহাদিগের হানি হইবার আশঙ্কা নাই।

৮। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে হানিনিবারক অপর সপ্তবিধ নিয়ম শিক্ষা দান করিব; মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে তথাগত নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন;—"যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবান্, হ্রীমান্ অনুতাপী, বহুশাস্ত্রবিদ্, বীর্য্যবান্, সাবহিত ও প্রজ্ঞাবান্ হইবে, তত দিন ভিক্ষুগণের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।

যতদিন পর্য্যন্ত এই সাতটি নিয়ম ভিক্ষুসঙ্ঘমধ্যে প্রতিপালিত হইবে এবং এই সকল নিয়ম উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।

৯। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে হানিনিবারক অপর সপ্তবিধ নিয়ম শিক্ষা দান করিব, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে ভগবান্ নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন;—"যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ সপ্তবোধ্যঙ্গ অর্থাৎ স্মৃতি, অনুসন্ধান, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, (শান্তভাব) সমাধি ও উপেক্ষা সাধন করিবে, তত দিন ভিক্ষুগণের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের হানির আশঙ্কা নাই।

"যতদিন পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ নিয়ম ভিক্ষুসঙ্ঘমধ্যে প্রতিপালিত হইবে, যত দিন পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম উত্তমরূপে শিক্ষাদান করা হইবে, তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায় হানির আশঙ্কা নাই।

১০। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অবনতিনিবারক অপর সপ্তবিধ নিয়ম শিক্ষাদান করিব। মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে তথাগত নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন;— "যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ অনিত্যতা, অনাত্মতা, অশুভ,"দুঃখ,ত্যাগ, (পাপ), বৈরাগ্য ও নিরোধ ধ্যানসাধনা করিবে, তত দিন তাহা-দিগের উন্নতির আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।

"যত দিন পর্য্যন্ত এই সপ্তবিধ নিয়ম ভিক্ষুগণমধ্যে প্রতিপালিত হইবে, যত দিন এই সকল নিয়ম তাহারা উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিবে,তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, হানির আশঙ্কা নাই।"

১১। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে হানিনিবারক অপর ষড়্‌বিধ নিয়ম শিক্ষাদান করিব মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" ভিক্ষুগণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলে তথাগত নিম্নলিখিতরূপ উপদেশপ্রদান করিলেন;— "যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ প্রকাশ্যে বা গোপনে সাধুগণের প্রতি সদ্ভাবে (মৈত্রীর সহিত) সেবা করিবে, সদ্ভাবে বাক্য বলিবে ও সাধুগণের বিষয় সদ্ভাবে চিন্তা করিবে, তত দিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের অবনতির আশঙ্কা নাই।

"যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ বর্গের নিয়মানুসারে লব্ধ সকল সামগ্রী

এমন কি ভিক্ষাপাত্রে লব্ধ সামান্য আহারীয় সামগ্রী পর্য্যন্ত সকল শীলবান্ সাধু লোকদিগের সহিত সমান বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে,তত দিন ভিক্ষুগণের উন্নতি হইবে আশা করা যায়,অবনতির আশঙ্কা নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে সাধুজনসহবাসে সেই সকল বিধি পালন করে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অবিমিশ্র, অবিচিত্র, মুক্তিপ্রদ, বিজ্ঞজনপ্রশংসিত, অকলঙ্কিত, পবিত্র ও সমাধিপ্রবর্ত্তনকারী, এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ সাধুসঙ্গে বাস করিবে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ও পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস (দৃষ্টি) রক্ষা করিবে যাহা পালন করিলে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়—ততদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের অবনতির আশঙ্কা নাই।

"যত দিন পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ মধ্যে এই ষড়্বিধ নিয়ম রক্ষিত হইবে' ও যতদিন এই সকল নিয়ম তাহারা উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিবে, ততদিন তাহাদিগের উন্নতি হইবে আশা করা যায়, তাহাদিগের অবনতির আশঙ্কা নাই।"

রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি কালে তথাগত বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয় এইরূপ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন ঃ—শীল (শুদ্ধ চরিত্র) দ্বারা সুপবিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহা লাভ হয়, সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞানে) মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে; দুঃখ—যথা কাম, অস্মিতা, মিথ্যা দৃষ্টি ও অবিদ্যা।

১৩। রাজগৃহে যথেচ্ছা বাস করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল আনন্দ, আমরা অম্বলট্ঠিকাতে গমন করি।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ সম্মতি প্রকাশ

করিলে, বহুসংখ্যক ভিক্ষুসমভিব্যাহারে ভগবান্ অম্বলট্ঠিকাতে গমন করিলেন। অম্বলট্ঠিকাতে বাসকালে ভগবান্ রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।—এই রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থিতিকালে ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। শীল (শুদ্ধ চরিত্র) দ্বারা সুপবিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়। সমাধি দ্বারা সুপবিশুদ্ধ প্রজ্ঞাতে (তত্ত্বজ্ঞানে) মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পবিশুদ্ধ চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। দুঃখ (আস্রব) চতুর্ব্বিধ যথা কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

১৫। অম্বলট্ঠিকাতে যতদিন ইচ্ছা বাস করিয়া ভগবান আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"চল আনন্দ, আমরা নালন্দাতে গমন করি।" যে আজ্ঞা ভগবান্, বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ভগবান্ নালন্দাতে গমন করিলেন। নালন্দাতে অবস্থিতিকালে ভগবান্, পাবারিক আম্রবনে বাস করিয়াছিলেন।

১৬। অনন্তর আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—হে ভগবন্, আমি আপনার প্রতি এরূপ ভক্তিমান্ (সুপ্রসন্ন) যে সম্বোধি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্বজ্ঞান) সম্বন্ধে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আপনার অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি ভূতকালে কখনও ছিলেন না, ভবিষ্যতে কখনও হইবেন না, এবং বর্ত্তমানেও অপর কেহ নাই।" "হে সারিপুত্র,তোমার এই বাক্য

উদার ও সিংহনাদবৎ সাহসিক। তুমি কি অতীত কালের সমস্ত পূজনীয় সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ ভগবান্‌দিগের প্রত্যেকের চিত্তকে স্বকীয় চিত্ত দ্বারা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞাত হইয়াছে যে, এই ব্যক্তির এইরূপ চরিত্রের শুদ্ধতা ছিল, এইরূপ ধর্ম্মনীতি ছিল, এই পরিমাণ প্রজ্ঞা ছিল, এইরূপ আচার ব্যবহার ছিল, তিনি, এইরূপ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই পরিমাণ জীবে দয়া (প্রীতি) ছিল ?" "হে ভগবন্, আমি এরূপ জ্ঞাত হই নাই ?" "হে সারিপুত্র, তুমি কি ভবিষ্যৎকালের সমস্ত পূজনীয় সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ ভগবান্‌-দিগের প্রত্যেকের চিত্তকে স্বকীয় চিত্ত দারা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞাত হইয়াছ যে, এই ভগবানের এইরূপ চরিত্রের শুদ্ধতা হইবে, এইরূপ ধর্ম্মনীতি হইবে, এই পরিমাণ প্রজ্ঞা হইবে, এইরূপ আচার ব্যবহার হইবে, তিনি এইরূপ মুক্তি লাভ করিবেন এবং এই পরিমাণ জীবে দয়া (প্রীতি) হইবে ?" "হে ভগবন্, আমি এরূপ জ্ঞাত হই নাই।" "অপর, হে সারি পুত্র, বর্ত্তমান সম্যকরূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ যে আমি তুমি কি আমার চিত্তকে স্বকীয় চিত্ত দ্বারা আয়ত্ত করিয়া জ্ঞাত হইয়াছ যে আমি এইরূপ শুদ্ধ চরিত্রতা লাভ করিয়াছি, এইরূপ ধর্ম্মনীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পরিমাণ প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছি, আমরা, আচার ব্যবহার এইরূপ ও আমি এইরূপ মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং এই পরিমাণ আমার জীবে দয়া (প্রীতি) হইয়াছে ?" "হে ভগবান্, আমি এরূপ জ্ঞাত হই নাই।"

"তোমার এই বাক্যে জানা যাইতেছে যে তুমি অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সম্যক রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎগণের চিত্ত সকলকে স্বকীয় চিত্ত দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় জ্ঞান লাভ কর নাই। এরূপ অবস্থায় তুমি কিরূপে এই উদার ও সিংহনাদ সদৃশ সাহসিক

বাক্য বলিলে "হে ভগবন্, আমি ভবদীয় বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস করি যে সম্বোধি (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) সম্বন্ধে আপনা অপেক্ষা বিজ্ঞতর কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভূতকালে কখনও ছিলেন না, ভবিষ্যতে কখনও হইবেন না, এবং বর্ত্তমানেও অপর কেহ নাই।" "হে ভগবন্, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সম্যক্‌রূপ সম্বুদ্ধ অর্হদ্‌গণের জ্ঞানের ইয়ত্তা করি নাই সত্য; কিন্তু আমি ধর্ম্মের অন্বয় (পরম্পরাক্রম) জ্ঞাত আছি। যেরূপ কোন রাজার সীমান্ত দুর্গের দৃঢ় ভিত্তি আছে, দৃঢ় প্রাকার ও তোরণ আছে এবং একটি মাত্র দ্বার আছে এবং দ্বারে মেধাবী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান্ দৌবারিক আছে। দৌবারিক অজ্ঞাত জনকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় না ও পরিচিত বন্ধু জনকে প্রবেশ করিতে দেয়। সেই দৌবারিক দুর্গের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া এরূপ না দেখিতে পারে যে, প্রাকারসন্ধিস্থলে বা অন্য কোন স্থানে এরূপ বিবর থাকিতে পারে যদ্দ্বারা ক্ষুদ্র বিড়াল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু সে জানে যে বিড়াল অপেক্ষা বৃহৎ জন্তুর অভ্যন্তরে গমন বা নির্গমন প্রয়োজন হইলে একমাত্র দ্বার দ্বারাই উহা করিতে হয়—সেইরূপ আমি ধর্ম্মের পরম্পরাক্রম জ্ঞাত আছি। আমি জানি যে, পূর্ব্ব কালের সমস্ত অর্হৎ বুদ্ধগণ পঞ্চবিধ বাধা: (যথা, কাম, হিংসা, আলস্য, অহঙ্কার ও সন্দেহ) হইতে মুক্ত, যে সকল দোষ প্রজ্ঞাকে দুর্ব্বল করে তাহাদিগের বিষয় পরিজ্ঞাত; ও চতুর্ব্বিধ (স্মৃত্যুপস্থান বিষয়ে) মানসিক সক্রিয় ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথাযথরূপে সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্যক্ সম্বোধিসম্পন্ন ছিলেন। আমি জ্ঞাত আছি যে, ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত অর্হৎ বুদ্ধগণ পঞ্চবিধ বাধা হইতে মুক্ত হইবেন, যে সকল দোষ প্রজ্ঞাকে দুর্ব্বল করে তাহাদিগের

বিষয় পরিজ্ঞাত হইবেন, চতুর্ব্বিধ মানসিক সক্রিয় ভাবে (স্মৃত্যুপ-স্থান বিষয়ে) সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ (যথা—স্মৃতি, ধর্ম্মবিচার, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা) যথাযথরূপে সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন এবং আমি জ্ঞাত আছি যে বর্ত্তমান অর্হৎ বুদ্ধ ভগবান্ সেইরূপ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন * ।”

১৮। নালন্দার পাবারিক আম্রবনে বিহারসময়ে ভগবান, সমাধি ও প্রজ্ঞাসম্বন্ধে বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের সহিত নিম্নলিখিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। ‘শীলদ্বারা সুপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়। সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা সুপরিশুদ্ধ চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে—দুঃখ চারি প্রকার, যথা, কাম, অস্মিতা মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।”

১৯। স্বেচ্ছানুসারে নালন্দাতে বিহার করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “চল, আনন্দ, আমরা পাটলি গ্রামে গমন করি।” “যে আজ্ঞা ভগবান্” বলিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ভগবান্ পাটলিগ্রামে গমন করিলেন।

২০। অনন্তর পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শ্রবণ করিল যে ভগবান্ পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়াই তাহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিল “ভগবন্,

* মূল গ্রন্থে সকল গুণের পুনর্ব্বার উল্লেখ আছে।

আবসথাগারে অবস্থান করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন।

২১। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের তূষ্ণীম্ভাব দর্শনে বুঝিতে পারিল যে আবসথাগারে অবস্থান করিতে ভগবানের অভিপ্রায় আছে। অতঃপর তাহারা আসনত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আবসথাগারে গমন করিল এবং সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিল—আসন সকল বিস্তারিত করিল, জলের কলসী রক্ষা করিল, এবং তৈলপ্রদীপ স্থাপন করিল। অনন্তর পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিল, "ভগবন্, আবসথাগারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সংরক্ষিত হইয়াছে, আসন সকল বিস্তারিত করা হইয়াছে, জলের কলসী রক্ষিত হইয়াছে এবং তৈলপ্রদীপ স্থাপিত হইয়াছে। এখন ভগবানের যাহা সঙ্গত মনে হয় করা হউক।"

২২। অনন্তর সায়ংকালে ভগবান্ বেশ পরিধান ও ভিক্ষাপাত্র ও চীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে বিশ্রামাগারে গমন করিলেন এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ আবাসথাগারের মধ্যস্তম্ভ পৃষ্ঠদ্বারা আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন ও ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদপ্রক্ষালন করত গৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবান্‌কে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন এবং পাটলিগ্রামের উপাসকগণ পাদ প্রক্ষালন করত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বদিকের ভিত্তি পশ্চাতে রক্ষা করিয়া ও ভগবান্‌কে সকলের সম্মুখে রক্ষা করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিলেন।

২৩। অনন্তর ভগবান্ পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"হে গৃহস্থগণ, দুঃশীল ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে পঞ্চবিধ অপকার হয়। প্রথমতঃ, দুঃশীল দুষ্কার্য্যে রত ব্যক্তি আলস্যবশতঃ মহা দারিদ্র্যে পতিত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার অপযশ চারি দিকে বিস্তারিত হয় ; তৃতীয়তঃ, দুঃশীল ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ বা শ্রমণ যে মণ্ডলীতে প্রবেশ করে তাহাতেই উদ্বিগ্নচিত্ত ও অপ্রতিভ ভাবে প্রবেশ করে ; চতুর্থতঃ, দুঃশাল ব্যক্তি মুগ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করে ; পঞ্চমতঃ, দুঃশীল ব্যক্তি দেহভঙ্গ হইয়া মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি,অধঃপতন ও নিরয় প্রাপ্ত হয়। হে গৃহস্থগণ, দুঃশীল, দুষ্কার্য্যকারী ব্যক্তির এই পঞ্চবিধ অপকার হয়।

২৪। "হে গৃহস্থগণ, শীলবান্ সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পঞ্চবিধ লাভ হয়। প্রথমতঃ, শীলবান্ সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অনলস হইয়া বহুধন লাভ কবে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহাব যশ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয় ; তৃতীয়তঃ, সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি বা শ্রমণ যে মণ্ডলীতে প্রবেশ করে তাহাতেই সপ্রতিভ ও অনুদ্বিগ্নচিত্তে প্রবেশ করে ; চতুর্থতঃ, সে সচেতন ভাবে দেহত্যাগ করে ; পঞ্চমতঃ, দেহ ভঙ্গ হইলে ও প্রাণত্যাগ করিলে সে সুগতি ও স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। শীলবান্ সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির এই পঞ্চবিধ লাভ হয়।"

২৫। অনন্তর ভগবান্ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা উপদেশ প্রদান করিলেন ; তাহারা উৎসাহিত, সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্ট হইলে বলিলেন, 'এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমাদের যাহা উচিত মনে হয়, কর। অনন্তর তাহারা ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া "সত্যই অধিক রাত্রি হইয়াছে" বলিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া

প্রস্থান করিল। উপাসকগণের প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই ভগবান্ শূন্যাগারে (শয়নাগারে) প্রবেশ করিলেন।

২৬। উপবিউক্ত সময়ে মগধরাজ্যের মহামন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকার বৃজিগণকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই সময়ে বহুসংখ্যক দেবতা এই স্থানে অধিবাস করিত এবং সহস্র সহস্র দেবতা এখানে গতায়াত করিত। যে প্রদেশে প্রবল প্রতাপ দেবতাসকল বাস করে, তাহারা প্রবল প্রতাপ রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের মনকে সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে। যে প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাস করে তাহারা মধ্যম শ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রীগণের মনকে সে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে। যে প্রদেশে অধম দেবতাগণ বাস করে তাহারা অধম রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের মনকে সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে।

২৭। অনন্তর ভগবান্ ইতর মানবচক্ষুর অগোচর বিশুদ্ধ দিব্য নেত্রে দর্শন করিলেন যে, সহস্র সহস্র দেবতা পাটলিগ্রামে বাস করিতেছে। অনন্তর ভগবান্ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আনন্দ, কে পাটলি গ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে?" "ভগবন্, মগধের প্রধান মন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকার বৃজিগণকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে।"

২৮। "হে আনন্দ, ইহারা যেন ত্রয়স্ত্রিংস দেবতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃজিগণকে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছে। আমি গত রাত্রিতে ইতর মানবচক্ষুর অগোচর বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দর্শন করিয়াছি যে, সহস্র সহস্র ত্রয়-

ত্রিংশ দেবতাগণ এই স্থানে বাস করিতেছে। যে প্রদেশে প্রবল প্রতাপ দেবতাসকল বাস করে, তাহারা প্রবল প্রতাপ রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের মনকে সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে। যে প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাস করে তাহারা মধ্যমশ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের মনকে সে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে। যে প্রদেশে অধম দেবতাগণ বাস করে তাহারা অধম রাজা ও মহামন্ত্রিগণের মনকে সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক করে।

এই পাটলিপুত্র নগর সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্যস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে, কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্ব্বিবাদ এই তিন অন্তরায় ইহার থাকিবে।

২৯। অনন্তর মগধের প্রধান মন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকার ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক পরস্পরদর্শনে আনন্দপ্রকাশ ও স্বাগত-সম্ভাষণের পর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর সুনিধ ও বর্ষকার নিবেদন করিলেন, "হে পূজনীয় গৌতম, ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে অদ্য আমাদিগের গৃহে ভোজন করুন।" ভগবান্ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত করিলেন।

৩০। ভগবান্ সম্মতি প্রকাশ করিলেন বুঝিতে পারিয়া সুনিধ ও বর্ষকার স্বকীয় আবাসে প্রতিগমন করিলেন এবং মিষ্ট খাদ্য (চর্ব্ব্য) ও ভোজনীয় (পেয় বা লেহ্য) দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন, "হে গৌতম, আহারের সময় উপস্থিত ও আহারীয় প্রস্তুত হইয়াছে।"

অতঃপর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্নে বেশ পরিধান ও ভিক্ষা পাত্র লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে সুনিধ ও বর্ষকারের আবাসে গমন

করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সুনিধ ও বর্ষকার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে স্বহস্তে মিষ্ট খাদ্য ও ভোজনীয় সামগ্রী দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, তাঁহারা (পরিতুষ্ট হইয়া) আর পরিবেষণ করিতে নিষেধ করিলেন। ভোজন শেষ হইলে পাত্রাদি স্থানান্তরিত করা হইল এবং অন্য নিম্নতর আসন গ্রহণ করিয়া সুনিধ ও বর্ষকার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

৩১। অনন্তর ভগবান্ নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন।

"যথায় পণ্ডিতজন রচে বাস স্থান,
সুশীল সংযত জনে করায় ভোজন,
সে দেশের দেবগণে দেয় উপহার
পূজা পেলে মান্য তারা পুন দেয় তায়,
তারা তায় করে কৃপা যথা মাতা পুত্রে,
দেবপ্রিয় জন সদা শুভ লাভ করে।

৩২। ভগবান্ মহামন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকারের প্রতি এইরূপে প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মগধের মহামন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"যে দ্বার দ্বারা শ্রমণ গৌতম অদ্য নগর হইতে বহির্গমন করিবেন সে দ্বারের নাম গৌতম দ্বার হইবে এবং গঙ্গার যে তীর্থ হইতে গঙ্গাপার হইবেন তাহার নাম গৌতমতীর্থ হইবে।'

যে দ্বার দ্বারা ভগবান্ নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন তাহার নাম গৌতমদ্বার রক্ষা করা হইয়াছিল।

৩৩। অনন্তর ভগবান্ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় গঙ্গানদী পূর্ণ ছিল, তীরে বসিয়া কাকেও ইহার জলপান করিতে পারিত। পরপারগমনোদ্দেশে কেহ কেহ নৌকা, কেহ বা ভেলা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা ভেলা বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল।

যেরূপ বলবান্ ব্যক্তি সংযত বাহু বিস্তার অথবা বিস্তৃত বাহু সংযত করে সেইরূপ (মুহূর্ত্ত মধ্যে ও অক্লেশে) ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবান্ গঙ্গানদীর এ পার হইতে অন্তর্হিত হইলেন ও পরপারে উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গানদীর পরপারগমনোদ্দেশ্যে কেহ নৌকা কেহ ভেলা অন্বেষণ করিতেছে, কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে দর্শন করিয়া অপর পারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সেতু বাঁধি পার হতে পারে সরোবর,
উল্লম্ফনে পার হয় পল্বল সকল,
কৃত্রিম সরিৎ তরে বন্ধন করিয়া
সাঁতারি অর্ণব তরে সেই সে মেধাবী।

প্রথম সূক্ত সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেলেন, 'হে আনন্দ, চল, আমরা কোটিগ্রামে গমন করি।' আনন্দ, সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'যে আজ্ঞা।' অনন্তর ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কোটিগ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রামেই অবস্থান করিলেন।

২। এই স্থানে অবস্থানকালে ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'হে ভিক্ষুগণ, চতুর্ব্বিধ (আর্য্য) শ্রেষ্ঠ সত্য না বুঝিতে পারাতে ও ধারণা না করাতে আমার এবং তোমাদিগের এই দীর্ঘ পথ ধাবন করিতে হইয়াছে ও পুনঃ পুনঃ (সংসারে) জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে।

এই চারিটি শ্রেষ্ঠ সত্য কি কি? একটি শ্রেষ্ঠ সত্য দুঃখ, একটি শ্রেষ্ঠ সত্য দুঃখের উৎপত্তি, একটি শ্রেষ্ঠ সত্য দুঃখের নিবৃত্তি, চতুর্থ শ্রেষ্ঠ সত্য দুঃখনিবৃত্তির উপায়। তথাগত দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির পথ,এই চারি আর্য্য সত্য অবধান করিয়াছেন ও ধারণা করিয়াছেন। তাঁহার ভবতৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হইয়াছে; পুনর্জন্মের হেতু বিনাশ পাইয়াছে। আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই।

৩। এই উক্তির পর শাস্তা তথাগত পুনরায় বলিলেন।

না জানিয়া যথাযথ চারি মহা সত্য,
বহু জন্মে বহু পথ ভ্রমে জীবগণ
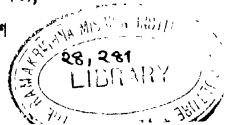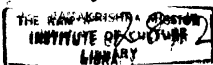
ইহা জেনে জন্মহেতু হয় উৎপাটিত ,
দুঃখমূল ছিন্ন হয়, আর জন্ম নাই ।

৪। এই কোটিগ্রামে অবস্থিতি কালে ভগবান্, বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা, বিষয়ে উদার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন ;—'শীল দ্বারা সুপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়। সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞাতে (তত্ত্বজ্ঞানে) মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা সুপরিশুদ্ধ চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। দুঃখ (আশ্রব) চতুর্ব্বিধ, যথা কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

৫। অনন্তর ভগবান্ কোটিগ্রামে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া অয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল, আনন্দ, নাদিকনগরে গমন করি।' আয়ুষ্মান্ আনন্দ, 'যে আজ্ঞা, ভগবান্' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে, বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ভগবান্ নাদিকগ্রামে যাত্রা করিলেন। নাদিকগ্রামে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ তত্রস্থ ইষ্টকগৃহে অবস্থিতি করিলেন।

৬। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান্, শাহ্লনামক ভিক্ষু নাদিক গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার কি গতি হইয়াছে এবং সে কি অবস্থাতে আছে, নন্দানামিকা ভিক্ষুণী নাদিক গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার কি গতি হইযাছে এবং সে কি অবস্থাতে আছে। হে ভগবান্, সুদত্ত নামক উপাসক নাদিক গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছে তাহার কি গতি হইয়াছে এবং সে কি অবস্থাতে আছে? সুজাতানামিকা উপাসিকা নাদিকে দেহত্যাগ

করিয়াছে তাহার কি গতি হইয়াছে এবং সে কি অবস্থায় আছে ককুধনামক উপাসক নাদিক গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার কি গতি হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা কি? কালিঙ্গ নামক উপাসক, নিকটনামক উপাসক, কটিস্‌সভনামক উপাসক নাদিক গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের কি গতি হইয়াছে এবং তাহাদিগের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি? তুষ্ট নামক উপাসক, সন্তুষ্ট নামক উপাসক, ভদ্র নামক উপাসক, সুভদ্র এবং নামক উপাসক নাদিকে দেহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের কি গতি হইয়াছে এবং তাহাদিগের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ?

৭। "হে আনন্দ, সাহ্লনামক ভিক্ষু চতুর্বিধ আশ্রবের হেতুর বিনাশসাধন করিয়া অনাশ্রব (নিষ্পাপ) হইয়াছে এবং স্বয়ং ইহলোকেই চিত্তের ও জ্ঞানের বিমুক্তিসাধন করিয়া অর্হৎ হইয়াছে। হে আনন্দ, নন্দা নাম্নিকা ভিক্ষুণী পঞ্চবিধ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ লাভ করিয়াছে, তথা হইতে আর পুনরাগমন করিবে না, একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। সুদত্তনামক ভিক্ষু ত্রিবিধ বন্ধনের সম্পূর্ণ ক্ষয়সাধন করিয়া ও রাগদ্বেষ এবং মোহ ক্ষীণ করিয়া সকৃদাগামী হইয়াছে, আর একবারমাত্র ইহলোকে আগমন করিয়া দুঃখের শেষ সাধন করিবে। হে আনন্দ উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ বন্ধনের সম্পূর্ণ ক্ষয়ে স্রোত আপন্ন হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার দুঃখের অবস্থায় জন্ম হওয়া অসম্ভব এবং শেষে নির্ব্বাণলাভ নিশ্চয়। ককুধনামক উপাসক পঞ্চবিধ বন্ধন ক্ষয় করিয়া শ্রেষ্ঠ স্বর্গের অধিকারী হইয়াছে, তথা হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না তথা হইতেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। হে আনন্দ, উপাসক কালিঙ্গ, কটিস্‌সভ, তুষ্ট, সন্তুষ্ট, ভদ্র, সুভদ্র এবং অপর পঞ্চাশতের

অধিক লোক নাদিকে দেহত্যাগ করিয়াছে (ইহারা সকলেই) পঞ্চবিধ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিয়া, শ্রেষ্ঠ স্বর্গের অধিকারী হইয়াছে, তথা হইতেই তাহারা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে, আর ফিরিয়া আসিবে না। হে আনন্দ, নবতি অপেক্ষা অধিকসংখ্যক উপাসক নাদিকে দেহত্যাগ করিয়াছে, ইহারা সকলেই ত্রিবিধ বন্ধনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া সকৃদাগামী হইয়াছে, তাহারা আর একবারমাত্র ইহলোকে আসিবে, তৎপর দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে। পঞ্চশতের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক উপাসক নাদিকে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত্রিবিধ বন্ধনের সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া স্রোত আপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের পুনরায় দুঃখের অবস্থায় জন্ম হইবে না, অবশেষে তাহারা নিশ্চয় সম্বোধিলাভ করিবে।

৪। "হে আনন্দ, মনুষ্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন কেহ দেহত্যাগ করিবে তখনই তুমি তথাগতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ইহা তথাগতের নিকট বিরক্তিকর, তজ্জন্য আমি ধর্ম্মাদর্শনামক ধর্ম্মের পর্য্যায় শিক্ষা দিব, যাহা জ্ঞাত হইলে সাধু শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলেই স্বয়ং স্বীয় আত্মার বিষয় এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারে 'আমার পক্ষে নরকের বিনাশ হইয়াছে, আমার পুনরায় তির্য্যাগ্‌যোনিতে জন্মিতে হইবে না, প্রেতরূপে আমায় জন্মিতে হইবে না এবং আমার সকল প্রকার অপায় ও দুর্গতি ধ্বংস হইয়াছে। আমি স্রোত-আপন্ন হইয়াছি, আমার দুঃখের অবস্থার মধ্যে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। শেষে আমার নির্ব্বাণ নিশ্চয় হইবে।'

৯। "হে আনন্দ, এই ধর্ম্মাদর্শ কি ? (শ্রবণ কর,) সচ্চরিত্র শিক্ষার্থী বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইবে এবং ইহাও সে বিশ্বাস করিবে যে ভগবান্ অর্হৎ হইয়াছেন, সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানী, সদাচারসম্পন্ন, সুখী, লোকবিৎ সর্ব্বোত্তম, লোকচিত্ত-সংশোধক, দেবতা ও মনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ; তাহার ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস থাকিবে। সে বিশ্বাস করিবে যে, এই ভগবান্ দ্বারা ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে এই পথ পৃথিবীকে সৎপথ প্রদর্শন করে, কালাধীন (চঞ্চল) নহে, সর্ব্বজন আহ্বানকারী, পরিত্রাণ-প্রদ, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞাতব্য। তাহার সঙ্ঘের প্রতি জাগ্রৎ বিশ্বাস থাকিবে, সে বিশ্বাস করিবে যে, আট প্রকারের উৎকৃষ্ট মার্গ ও চারি প্রকারের উৎকৃষ্ট শিষ্য আছেন। তাঁহারা ন্যায্য ও উন্নত ও সমীচীন পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে বিশ্বাস করিবে যে, এই সঙ্ঘ সম্মানযোগ্য, আহ্বানযোগ্য, দানের উপযুক্ত পাত্র, পূজনীয় (অঞ্জলিকরণযোগ্য), সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহলোকে পুণ্যবপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ; সাধুজনচিত্তানন্দদায়ক চরিত্রবান্। যে চরিত্র অখণ্ড, অবিমিশ্র, অশবল (নিখুঁত), নিষ্পাপ, সত্যস্বাধীনতাপ্রদ, জ্ঞানিজনানুমোদিত, যাহা পরমার্থ নহে তাহার নিবারক এবং গভীর সমাধিপ্রবর্ত্তক।

১০। হে আনন্দ, ইহাই ধর্ম্মাদর্শ। যে সচ্চরিত্র শ্রাবক (শিষ্য) এই ধর্ম্মাদর্শ লাভ করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে, স্বীয় আত্মার বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে যে "আমার পক্ষে নরক ক্ষয় হইয়াছে, (নরকে আর যাইতে হইবে না) মৃগপক্ষিরূপে জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, প্রেতযোনিতে পুনরায় পতন হইবে না, দুর্গতি ও দুঃখের অব-স্থায় আর জন্ম হইবে না ও আমি মুক্তির স্রোতে পতিত

হইয়াছি। আমার আর অধঃপতন নাই, শেষ নির্ব্বাণ নিশ্চয় হইয়াছে।”

১১। নাদিক নগরে ইষ্টকমণ্ডপে বিহারকালে ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। “শীল (শুদ্ধ চরিত্র) দ্বারা সুপবিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ। সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা সুপরিশুদ্ধ চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। দুঃখ (আশ্রব) চতুর্ব্বিধ, যথা কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।”

১২। ভগবান্ স্বেচ্ছানুসারে নাদিকে বাস করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে আনন্দ, চল, বৈশালীতে গমন করি।” আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন “যে আজ্ঞা।” অনন্তর ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গমন করিলেন। তিনি বৈশালীনগরে আম্রপালিকার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন।

১৩। এই স্থানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব্যক্তির স্মৃতিমান্ (যাহার দুঃখ মূল ও দুঃখ নিবৃত্তির পথ ইত্যাদি মনে আছে এরূপ ভাবে চলিতে হইবে) এবং সম্প্রজ্ঞাত (আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে জাগ্রৎ হইয়া) থাকিতে হইবে; ইহাই আমার তোমাদিগের প্রতি অনুশাসন।”

১৪। ‘ভিক্ষুব্যক্তি কিরূপে স্মৃত অর্থাৎ জাগ্রৎ হইবে?—ভিক্ষু ব্যক্তি যত দিন শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে তত দিন শরীরকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, সাতিশয় আগ্রহান্বীত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে ভোগলালসাজনিত দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে দমন

করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়রাজ্যে বিহার করিবে তত দিন ইন্দ্রিয়গণকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে শারীরিক ভোগলাল সাজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন মনোরাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন মনকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, সাতিশয় আগ্রহান্বিত প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে মনের ভোগলালসাজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যতদিন ধর্ম্মমতের রাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন ধর্ম্মমতকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে ধর্ম্মমতের ভোগবিলাসজনিত দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব্যক্তির এইরূপে স্মৃত হইবে (সকল বিষয় স্মরণ রাখিবে)।

১৫। "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব্যক্তি কিরূপে প্রজ্ঞাবান্ হইবে (তাহা শ্রবণ কর)।—ভিক্ষুব্যক্তি, সকল কার্য্যেই যথা :—নির্গমন করিতে বা প্রবেশ করিতে, অবলোকন করিতে বা নিরীক্ষণ করিতে বাহু সংস্কোচ করিতে অথবা বিস্তার করিতে, চীবর, বস্ত্র বা ভিক্ষা-পাত্র ধারণে, পান, আহার, ভোজন অথবা শয়নে, মলমূত্র ত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে ও উপবেশনে, নিদ্রাবস্থায় ও জাগরণে; বাক্য উচ্চারণে অথবা তুষ্ণীম্ভাবে স্থিতিতে—প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে প্রজ্ঞাবান্ হইতে হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব্যক্তি স্মৃত ও সম্প্রজ্ঞাত হইবে ইহাই আমা-দিগের অনুশাসন।"

১৬। অতঃপর আম্রপালিকানামিকা গণিকা শ্রবণ করিয়াছিল যে ভগবান্ বৈশালীনগরীতে আগমন করিয়া তাহার আম্রবণে

অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর গণিকা আম্রপালিকা উত্তম উত্তম যান যোজনা করাইয়া একখানি উত্তম যানে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম যানযোগে বৈশালীতে উপনীত হইয়া স্বীয় উপবনে গমন করিল। যানগমনোপযোগী ভূমি যানে গমন করিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। আম্রপালিকা এইরূপে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা তাহাকে শিক্ষাদান করিয়া উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট করিলেন।

১৭। গণিকা আম্রপালিকা ভগবানের বাক্যে উপদিষ্ট, জাগ্রৎ, উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিল, আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘসমভিব্যাহারে আমার গৃহে ভগবান্ ভোজন করিবেন। ভগবান্ মৌনভাবে থাকিলেন, আম্রপালিকা ভগবানের সম্মতি জানিতে পারিয়া আসনত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

১৮। অনন্তর বৈশালীর বৃজিগণ শ্রবণ করিয়াছিল যে, ভগবান্ বৈশালীনগরে আগমন করিয়া আম্রপালিকার উপবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন তাহারা উত্তম উত্তম যান যোজনা করাইয়া একখানি উত্তম যানে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম যানযোগে উপনীত হইল। বৃজিগণমধ্যে কেহ নীলবর্ণ, নীলবর্ণ দেহ, নীল বস্ত্র ও নীল অলঙ্কারে ভূষিত, কেহবা পীতবর্ণ, পীতবর্ণ দেহ, পীত বস্ত্র ও পীত অলঙ্কারে ভূষিত, কেহবা লোহিতবর্ণ, লোহিতবর্ণ দেহ, লোহিত বস্ত্র ও লোহিত অলঙ্কারে ভূষিত, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ দেহ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিত ছিল।

১৯। অতঃপর গণিকা আম্রপালিকা যুবক বৃজিগণের যানের

অঙ্গের সহিত অঙ্গ, চক্রের সহিত চক্র ও যুগের সহিত যুগ সঙ্ঘটন উপস্থিত করিল। তখন বৃজিগণ আম্রপালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আম্রপালিকা, তুমি কেন যুবক বৃজিগণের যানের অঙ্গের সহিত তোমার যানের অঙ্গ, চক্রের সহিত চক্র ও যুগের সহিত যুগেব সঙ্ঘটন করিতেছ?" আম্রপালিকা বলিল, "আর্য্যপুত্রগণ, আমি এইমাত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবান্‌কে আগামী কল্য আমাব গৃহে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেছি।" তাহাবা বলিল, আম্রপালিকা, এই নিমন্ত্রণ তুমি আমাদিগকে দেও, আমবা তোমাকে শতসহস্র (মুদ্রা) প্রদান কবিব।" "হে আর্য্যপুত্রগণ, তোমবা যদি সমস্ত বৈশালী ও তাহার নিকটস্থ স্থান সকলও আমাকে প্রদান কর, তথাপি এরূপ গৌরবের নিমন্ত্রণ আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব না।" (ইহা শ্রবণ করিয়া) বৃজিগণ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিতে লাগিল "আমবা এই আম্রপালিকাব নিকট পবাজিত হইলাম, আমবা ইহাদ্বাবা প্রবঞ্চিত হইলাম।" ইহা বলিয়া তাহাবা আম্রপালিকাব উপবনে গমন করিল।

২০। ভগবান্ দূব হইতেই লিচ্ছবীগণকে * আগমন কবিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যে সকল ভিক্ষুগণ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাগণকে দর্শন কব নাই তাহারা এই বৃজিগণকে দর্শন কর। বৃজিগণের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাদৃশ্য অবলোকন কর।

২১। অনন্তর বৃজিগণ যানগমনোপযোগী ভূমি যানে গমন করিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

---

* বৃজীগণের অপর নাম লিচ্ছবী।

২২। অনন্তর বৃজিগণ ভগবানের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে শিক্ষা লাভ করিল, এবং জাগ্রৎ, উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইল। তদনন্তর ভগবানের নিকট এই নিবেদন করিল 'ভগবান্, ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আগামী কল্য আমাদিগের গৃহে ভোজন করিবেন।" ভগবান্ বলিলেন, "আমি কল্য আম্রপালিকা গণিকার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছি।" তৎশ্রবণে বৃজিগণ অঙ্গুলি চালনা করিয়া বলিতে লাগিল "আমরা এই আম্রপালিকার নিকট পরাজিত হইলাম, ইহাদ্বারা প্রবঞ্চিত হইলাম।" অনন্তর বৃজিগণ ভগবানের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ও অনুমোদন প্রকাশ করিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

২৪,২৪১

২৩। রাত্রি প্রভাত হইলে আম্রপালিকা স্বকীয় ভবনে মিষ্ট, কোমল ও কঠিন খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভগবান্‌কে জানাইল যে আহারের সময় হইয়াছে এবং আহারীয় প্রস্তুত হই-হইয়াছে। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে বেশ পরিধান করিয়া ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসমভিব্যাহারে আম্রপালিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর আম্রপালিকা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে মিষ্ট কোমল ও কঠিন অন্ন দ্বারা স্বহস্তে পরিতৃপ্ত করিলেন ও তাঁহারা আর লইতে অসম্মত হইলে দিতে ক্ষান্ত হইলেন।

২৪। ভগবানের ভোজন শেষ হইলে আম্রপালিকা অন্য নীচাসন আনাইয়া এক পার্শ্বে তাহাতে উপবেশন করিল। উপ-বেশন করিয়া আম্রপালিকা ভগবানের নিকট এইরূপ নিবেদন করিল, "আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে এই আরাম প্রদান করি-তেছি, গ্রহণ করুন।" ভগবান্ আরাম প্রতিগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ আম্রপালিকাকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়া জাগ্রৎ করিয়া, ও উৎসাহিত এবং সন্তুষ্ট করিয়া গাত্রোত্থান করিত প্রস্থান করিলেন।

২৫। আম্রপালিকার আম্রবণে অবস্থিতি কালে ভগবান্ ভিক্ষুগণের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। "শীল দ্বারা সুপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ, এবং সমাধি দ্বারা সুপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা সুপরিশুদ্ধ চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। দুঃখ চতুর্ব্বিধ, যথা—কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।"

২৬। ভগবান্ স্বেচ্ছানুসারে আম্রপালিকার উপবনে বাস করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আনন্দ চল, আমরা বেলুবগ্রামে গমন করি।' আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,"যে আজ্ঞা," অনন্তর ভগবান্ বহুসংখ্যকভিক্ষু সমভিব্যাহারে বেলুবগ্রামে গমন করিলেন।

২৭। বেলুবগ্রামে অবস্থিতি কালে ভগবান্ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমারা বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে আপন আপন মিত্র, পরিচিত ও বন্ধু জনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বর্ষাকালক্ষেপন জন্য আবাস গ্রহণ কর। আমি এই বেলুবগ্রামে বর্ষাক্ষেপণকরিব। ভিক্ষুগণ "যে আজ্ঞা," বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। অনন্তর ভিক্ষুগণ বৈশালীর চতুষ্পার্শ্বে আপন আপন মিত্র পরিচিত ও বন্ধুগণের নিকটবর্ত্তীস্থানে বর্ষাকাল, ক্ষেপণজন্য আবাস গ্রহণ করিল, ভগবান্ বেলুবগ্রামে স্বীয় আবাস গ্রহণ করিলেন।

২৮। অনন্তর বর্ষাবাসগ্রহণান্তর ভগবানের অতি কঠিন

পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল ; তিনি বেদনায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়া প্রসন্ন ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন।

২৯। অনন্তর ভগবানের মনে এই ভাব উপস্থিত হইল যে, আমার পক্ষে উচিত নহে যে আমি ভিক্ষুগণকে কিছু উপদেশ না দিয়া ও সঙ্ঘের সহিত দেখা না করিয়া অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাই (পরিনির্ব্বাণে গমন করি)। আমি বীর্য্যের দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া জীবনসংস্কার পর্য্যন্ত রক্ষা করি।

৩০। অনন্তর ভগবান্ বীর্য্যবলে ঐ ব্যাধিকে দমন করিয়া জীবনসংস্কার রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবানের সেই পীড়া আরোগ্য হইল।

৩১। অনন্তর রোগমুক্ত হইতে আরম্ভ করিবার অল্পকাল পরে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়াই একদিন বিহারের পশ্চাৎভাগে তাঁহার জন্য বিস্তৃত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া এইরূপ নিবেদন করিলেন :—"ভগবন্, আমি আপনাকে সুস্থ শরীরে দেখিলাম, আমি আপনাকে রোগ সহ্য করিতে দেখিলাম এবং তাহা দর্শন করিয়া আমার শরীর লতার মত কৃশ হইয়াছে, আমি দিক্‌সকল অন্ধকার দেখিতেছি এবং আমার শক্তি হীন হইয়াছে। অথচ আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ. লাভকরিবার পূর্ব্বে অবশ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে কিছু উপদেশ দিয়া যাইবেন।"

৩২। "হে আনন্দ, ভিক্ষুগণ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা

করে? আমি সত্য প্রচার করিতে বাহ্য ও গুহ্য প্রভেদ করি নাই। আচার্য্যগণ যেরূপ মুষ্টি বদ্ধ রাখিয়া প্রদান করে (শেষে বলিবার জন্য কিছু গোপন রাখে) আমি তাহা করি নাই। যে ব্যক্তি মনে ইচ্ছা করে "আমি এই ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতা হইব' অথবা এরূপ মনে ইচ্ছা করে যে "এই মণ্ডলী আমার শাসনে থাকিবে" সেই ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য এরূপ আদেশ করিবে। তথাগত এরূপ ইচ্ছা করেন না যে, তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতা হইবেন, বা ভিক্ষুসঙ্ঘ চির দিন তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবে। তবে কেন তিনি কোনরূপ আদেশ রাখিয়া যাইবেন? হে আনন্দ, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, অশীতিবর্ষবয়স্ক হইয়াছি। আমার জীবন শেষ হইতেছে? যেমন জীর্ণ শকট জীর্ণসংস্কার করিয়া অতি যত্নে চলিতে পারে সেই-রূপ তথাগতের শরীর ও এখন অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করিলে চলিয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থাতে তথাগত কোন প্রকার কার্য্যে মনোযোগ না দিয়া ও কোন প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞান অনুভব না করিয়া সমাহিত অন্তরে বিহার করিলে সেই সুখের সময়ে তথাগতের শরীরে সুখ হয়। অতএব হে আনন্দ, আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ, হও; ধর্ম্মদীপ হও, ধর্ম্মশরণ হও, অন্যোরশরণাপন্ন হইও না। হে আনন্দ, ভিক্ষুগণ কিরূপে আত্ম-দীপ, আত্মশরণ, ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে? তাহা শ্রবণ কর। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে তত দিন শরীরকে এরূপ অধীন মনে করিবে, যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া ভোগলালসা জনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়রাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন ইন্দ্রিয়গণকে এরূপ অধীন

মনে করিবে যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে শারীরিক (ইন্দ্রিয়) ভোগলালসাজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যতদিন মনোরাজ্য বিহার করিবে তত দিন মনকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্, ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে মনের ভোগলালসা জনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন ধর্ম্মমতের রাজ্যে বিহার করিবে ততদিন ধর্ম্মমতকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে ধর্ম্মমতের ভোগবিলাসজনিত দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। এইরূপে ভিক্ষুব্যক্তি আত্মদীপ, আত্মশরণ ও সত্যশরণ হইবে। হে আনন্দ বর্ত্তমান সময়ে বা আমার মৃত্যুর পরে যে কোন ভিক্ষু আত্মদীপ, আত্মশরণ, সত্য দ্বীপ, সত্যশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিচরণ করিবে তাহারাই উচ্চতম স্থান লাভ করিবে। তাহারা অবশ্য শিক্ষালাভ করিতে ব্যাকুল হইবে।

দ্বিতীয় সূক্ত সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

১। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্নে বাস পরিধান ও চীবর ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থ বৈশালীনগরে প্রবেশ করিলেন। পিণ্ডার্থ বৈশালীতে বিচরণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং ভোজন সমাপন করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন," হে আনন্দ, আমার আসন লইয়া চাপালমন্দিরে চল, দিবা বিহারের জন্য আমি তথায় গমন করিতেছি। তৎশ্রবণে আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের উপবেশনের আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন।

২। অনন্তর ভগবান্ চাপালমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান্ আনন্দও ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ,—"হে আনন্দ, বৈশালী একটি রমণীয় স্থান, উদেয়চৈত্য রমণীয় স্থান, গৌতমের মন্দির একটি রমণীয় স্থান,সপ্তম্রকের মন্দির একটি রমণীয় স্থান, বহুপুত্রকের মন্দির একটি রমণীয় স্থান, সারন্দদ মন্দির একটি রমণীয় স্থান, চাপালমন্দির একটি রমণীয় স্থান।

৩। "হে আনন্দ, যদি কেহ চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপদ" উদ্ভাবন করে, বিস্তৃতরূপে চর্চ্চা করে, তদ্দ্বারা কার্য্যসাধন করে, দৃঢরূপে ধারণ করে, অনুষ্ঠান করে, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় ও সম্পূর্ণরূপে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে ইচ্ছা করিলে এক কল্প কাল বা

উপস্থিত কল্পের অবশিষ্ট কাল অবস্থান করিতে (জীবিত থাকিতে) পারে। তথাগতদ্বারা চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপদ উদ্ভাবিত, বিস্তৃতরূপে, আলোচিত, তদ্দ্বারা কার্য্য সাধিত, দৃঢ়রূপে ধৃত, অনুষ্ঠিত,সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ও তাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে এক কল্প স্থিতি করিতে পারেন, অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্টকাল বাস করিতে (জীবিত থাকিতে) পারেন।"

৪। যদিও তথাগত এরূপ সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদিও এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন ; আয়ুষ্মান্ আনন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন না—তিনি ভগবানের নিকট বিনয় করিয়া একথা বলিলেন না, "ভগবন্, এক কল্প বাস করুন। হে সুগত, বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, পৃথিবীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত এক কল্প বাস করুন।" আয়ুষ্মান্ আনন্দের চিত্ত যেন মারের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল।

৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ভগবান্ বলিলেন, "হে আনন্দ, বৈশালী একটী রমণীয় স্থান—ইত্যাদি' দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আনন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আয়ুষ্মান্ আনন্দের চিত্ত যেন মারের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল।

৬। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, এখন তোমার যে স্থানে যাওয়া উচিত মনে হয় সেই স্থানে চলিয়া যাও।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অনতিদূরে অপর এক বৃক্ষমূলে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

৭। আয়ুষ্মান্ আনন্দের চলিয়া যাইবার অল্প ক্ষণ পরে পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল ;—'হে ভগবন্, এখন পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন ; হে সুগত এখন পরিনির্ব্বাপিত হউন। ইদানীং আপনার পরিনির্ব্বাণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভগবানের স্বকীয় বাক্যানুসারেই ইদানীং ভগবানের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন "হে পাপপুরুষ, আমি তত দিন মরিব না (পরিনির্ব্বাপিত হইব না), যত দিন আমার ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবক না হয়, এবং জ্ঞানী, বিনীত, বিশারদ, অধীতবহুশাস্ত্র, ধর্ম্মজ্ঞ, বিনয়ধর, (ধর্ম্মসাধনাদি নিয়মজ্ঞ), বিশেষ ও সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, বিশুদ্ধজীবন, ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রানির্ব্বাহকারী না হইবে এবং যত দিন স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিয়া অন্যকে বলিতে, উপদেশ প্রদান করিতে, বুঝাইতে, সত্য প্রকাশ করিতে, বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে, এবং পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে না পারিবে ; যত দিন বৃথা-প্রবাদ ধর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহারা সত্যের দ্বারা তাহা পরাজিত ও খণ্ডিত করিয়া এই অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন সত্যধর্ম্ম বিস্তার করিতে না পারিবে তত দিন আমি মরিব না।" এখন আপনার শ্রাবকগণ জ্ঞানী, বিনীত, বিশারদ * ইত্যাদি হইয়াছে এবং এই অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন ধর্ম্ম বিস্তার করিতে পারে—অতএব এখন ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হউন, হে সুগত এখন মরুন।' আপনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "যত দিন আমার ভিক্ষুণীগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবে, যত দিন তাহারা জ্ঞানবতী না হইবে এবং এই অদ্ভুত

* পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ সকল পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

শক্তিসম্পন্ন সত্যধর্ম্ম বিস্তার করিতে না পারিবে, তত দিন আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না।" এখন আপনার শ্রাবিকাগণ জ্ঞানী, বিনীত ইত্যাদি (সকল গুণের পুনরুক্তি) হইয়াছে। অতএব এখন আপনি পরিনির্ব্বাপিত হউন। (উপাসক ও উপাসিকাগণ বিষয়েও ঐরূপ ভগবানের উক্তির বিষয় পাপপুরুষ বলিল)।

৮। 'হে ভগবন্, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "তত দিন আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না, যত দিন আমার প্রবর্ত্তিত এই ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম বর্দ্ধনশীল, বিস্তৃত এবং সর্ব্বজনজ্ঞাত না হয় অর্থাৎ যত দিন ইহা মনুষ্যগণের নিকট সুপ্রকাশিত মহত্বপ্রাপ্ত না হয়, তত দিন আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব না।" হে ভগবন্, এখন আপনার ধর্ম্ম এই সমস্তরূপে সুপ্রকাশিত হইয়াছে, অতএব ভগবন্ এখন পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন। হে সুগত, এখন আপনার মৃত্যুর সময় উপস্থিত।'

৯। মারের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পাপাত্মা মারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে পাপাত্মা, সুখী হও, অচিরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। অদ্য হইতে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন।'

১০। এইরূপে ভগবান্ চাপাল মন্দিরে স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতে অবশিষ্ট আয়ুঃসংস্কার ত্যাগ করিলেন—এই সময়ে অতি ভীষণ, লোমহর্ষণ, মহাভূমিকম্প হইয়াছিল এবং দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ নিম্নলিখিত আনন্দগীত উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সসীম অসীম জন্মে, পুনর্জন্ম বীজ
ত্যজিলেন মহামুনি (স্বীয়) আয়ুঃ সংস্কার ;

আন্তরিক সুখ আর সমাধির সহ
ত্যজিলেন স্বজীবন, লৌহধর্ম্ম যথা।

১১। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দের মনে এই কথা উপস্থিত হইল, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, অত্যন্ত অদ্ভুত যে, এইরূপ মহা-ভূমিকম্প হইল! এই মহাভূমিকম্প অতি ভীষণ ও রোমহর্ষণ, অপর এইরূপ দেবদুন্দুভি (বজ্রনিনাদ) কি হেতু হইল? কি নিমিত্ত (কোন ঘটনার দ্যোতক) এই মহাভূমিকম্প ও দেবদুন্দুভি-বাদ্য হইল?

১২। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবান্, অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক এই মহাভূমিকম্প, ও অতি ভীষণ এবং রোমহর্ষণ এই বজ্রধ্বনি কিজন্য হইল? ইহার গৌণ ও মুখ্য কারণ কি?'

১৩। 'হে আনন্দ, ভূমিকম্প হইবার অষ্টবিধ হেতু ও অষ্টবিধ প্রত্যয় আছে। অষ্টবিধ হেতু কি? (বলিতেছি) এই মহাপৃথিবী জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে; জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছে, বায়ু আকাশে আছে; অতএব যখন এই মহাবায়ু প্রবাহিত হয় তখন জল কম্পিত হয় এবং জল কম্পিত হইলে পৃথিবী কম্পিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহাই প্রথম হেতু এবং প্রথম প্রত্যয়।

১৪। 'দ্বিতীয়তঃ, হে আনন্দ, যখন কোন ঋদ্ধিমান্ (অসাধা-রণ মানসিকশক্তিসম্পন্ন) সংযতচিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, অথবা কোন মহাশক্তিশালী ও মহানুভাবদেবতা গম্ভীরচিন্তাদ্বারা এই পরিমিত ভূমি ও অপরিমিত জলের বিষয় সত্য ভাবনা করিয়াছে, সে এই

পৃথিবীকে কাঁপাইতে পারে, সঞ্চালিত করিতে পারে ও ভয়ানক-রূপে আন্দোলিত করিতে পারে। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহাই দ্বিতীয় হেতু এবং দ্বিতীয় প্রত্যয়।

১৫। 'অপর, হে আনন্দ, যখন কোন বোধিসত্ত্ব দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাতভাবে মাতৃকুক্ষিতে অবতরণ করেন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহাই তৃতীয় কারণ ও তৃতীয় প্রত্যয়।

১৬। 'অপর, হে আনন্দ, যখন কোন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাতভাবে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহাই চতুর্থ কারণ ও চতুর্থ প্রত্যয়।

১৭। 'হে আনন্দ, অপর যখন কোন তথাগত অনুত্তর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহাই পঞ্চম কারণ ও পঞ্চম প্রত্যয়।

১৮। 'হে আনন্দ, অপর যখন কোন তথাগত অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন (অর্থাৎ যখন শ্রেষ্ঠধর্ম্ম দ্বিতীয় ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়) তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানক-রূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের ইহা ষষ্ঠ কারণ ও ষষ্ঠ প্রত্যয়।

১৯। 'হে আনন্দ, অপর যখন কোন তথাগত স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পরিত্যাগ করেন, তখন পৃথিবী

কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের ইহা সপ্তম কারণ ও সপ্তম প্রত্যয়।

২০। 'হে আনন্দ, আর যখন কোন তথাগত কোনরূপ উপাধি অবশিষ্ট না রাখিয়া পরিনির্ব্বাপিত হন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের ইহা অষ্টম কারণ ও অষ্টম প্রত্যয়। হে আনন্দ, মহাভূমিকম্পের এই অষ্টম কারণ ও অষ্টম নিমিত্ত।

২১। 'হে আনন্দ, অষ্ট প্রকারের সমাজ বা মণ্ডলী আছে। যথা, ক্ষত্রিয়সমাজ, ব্রাহ্মণসমাজ, গৃহপতিসমাজ, শ্রমণসমাজ, চাতুর্মহারাজিক সমাজ, ত্রয়স্ত্রিংশ বা দেবতাদিগের সমাজ, মার সমাজ এবং ব্রহ্মসমাজ।

২২। 'হে আনন্দ, আমার স্মরণ হইতেছে কিরূপে আমি বহুশত ক্ষত্রিয়গণের সমাজে উপস্থিত হইয়া তথায় উপবেশন, বাক্যালাপ ও আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যাদৃশ তাহাদিগের বর্ণ তাদৃশ আমার বর্ণ করিয়া, তাহাদিগের কণ্ঠস্বরের সদৃশ আমার কণ্ঠস্বর করিয়াছি। তৎপর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছি; আগ্রহান্বিত, উৎসাহিত ও আহ্লাদিত করিয়াছি। আমি কে কথা বলিতেছি, দেবতা না মনুষ্য, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া, আগ্রহান্বিত উৎসাহিত ও আহ্লাদিত করিয়া আমি অন্তর্দ্ধান হইয়াছি। আমি অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে আমি কে, দেবতা না মনুষ্য।

২৩। (মূলগ্রন্থে অবিকল উপরি উক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে শাক্যসিংহ অপর সাত প্রকার সমাজে উপস্থিত হইয়া

তাহাদিগের সদৃশ বর্ণ ও স্বর করিয়া তাহাদিগকে আগ্রহান্বিত, উৎসাহিত ও আহ্লাদিত করিয়াছেন অথচ তিনি দেবতা না মনুষ্য তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই)।

২৪। 'হে আনন্দ, আয়তনপরাভবকারী ব্যক্তির নিম্নলিখিত অষ্টপ্রকার অবস্থা হয়।

২৫। 'অন্তঃকরণে রূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে পরিমিত রূপ (সুরূপ ও কুরূপ বস্তু) সকল দেখে ও সে ভাবকে পরাভব করিয়া আমি জ্ঞাত হই বা আমি দর্শন করি, এরূপ জানে, ইহা আয়তন পরাভবকারীর প্রথম অবস্থা।

২৬। 'অন্তঃকরণে রূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে অপরিমিত, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণ অবস্থা সকল দেখে, এবং সে ভাবকে পরাভব করিয়া, আমি জ্ঞাত হই বা আমি দর্শন করি, এরূপ জানে, ইহা আয়তন পরাভবকারীর দ্বিতীয় অবস্থা।

২৭। 'অন্তঃকরণে অরূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে সুরূপ ও কুরূপ বস্তু সকল দেখে এবং সে ভাবকে পরাভব করিয়া আমি জ্ঞাত হই বা আমি দর্শন করি, এইরূপ জানে, ইহা আয়তন পরাভবকারীর তৃতীয় অবস্থা।

২৮। 'অন্তঃকরণে অরূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণ অপরিমিত বস্তু সকল দর্শন করে এবং সে ভাবকে পরাভব করিয়া, আমি জ্ঞাত হই বা আমি দর্শন করি, এইরূপ জানে ইহা আয়তন পরাভবকারীর চতুর্থ অবস্থা।

২৯। 'অন্তঃকরণে অরূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে এরূপ বস্তু দর্শন করে যাহা নীল, ও নীলবর্ণ, নীল চিহ্নযুক্ত ও নীল আভাযুক্ত যথা উমা পুষ্প নীল, নীলবর্ণ, নীল চিহ্নযুক্ত ও নীল আভাযুক্ত,

অথবা যথা বারাণসীর বস্ত্রবিশেষ উভয় পদকে কোমল নীল, নীলবর্ণ, নীল চিহ্নযুক্ত ও নীল আভাযুক্ত। অন্তঃকরণে অরূপ সংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে নীল, নীলবর্ণ, নীল চিহ্ন ও নীল আভাযুক্ত বস্তু দর্শন করে ও সে ভাবকে পরাভব করিয়া, আমি জ্ঞাত হই, আমি দর্শন করি, এইরূপ জ্ঞানে ইহা আয়তনপরাভবকারীর পঞ্চম অবস্থা।

৩০। 'অন্তঃকরণে অরূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে এরূপ বস্তু সকল দর্শন করে যাহা পীত, পীতবর্ণ, পীত চিহ্নযুক্ত, পীত আভাযুক্ত, যথা কর্ণিকার নামক পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীত চিহ্নযুক্ত ও পীত আভাযুক্ত, অথবা যেমন বারাণসীজাত প্রসিদ্ধ বস্ত্র উভয় দিকে পীত, পীতবর্ণ, পীতচিহ্নিত, পীত আভাযুক্ত, তদ্রূপ অন্তরে অরূপসংজ্ঞাযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে নানাবিধ রূপদর্শন করে যাহা পীত, পীতবর্ণ, পীত আভাযুক্ত, পীত চিহ্নযুক্ত, এবং সে সকল ভাবকে পরাভব করিয়া কেবল 'জ্ঞাত হই' 'দর্শন করি' এইরূপ সংস্কার লাভ করে, ইহা আয়তনপরাভবকারীর ষষ্ঠ অবস্থা।

৩১-৩২। সপ্তম ও অষ্টম অবস্থা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থার অনুরূপ। কেবল এই মাত্র প্রভেদ আছে যে লোহিত এবং শ্বেত বর্ণের বিষয় এবং বন্ধুজীবক পুষ্প ও প্রভাততারকা উদাহরণ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৩। 'হে আনন্দ, বিমুক্তি অষ্টবিধ। (বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ ও তাহাদিগের চিন্তা দ্বারা যে ধ্যানের ব্যাঘাত হয় তাহা হইতে মুক্তি)।

৩৪। 'যথা বাহ্য বস্তুর আকারে বিশ্বাসী ব্যক্তি বাহ্য বস্তু দর্শন করে, ইহা বিমুক্তির প্রথম অবস্থা।

৩৫। 'যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে বাহ্য বস্তুর রূপে বিশ্বাস করে না, অথচ বাহিরে রূপ সকল দর্শন করে, ইহা বিমুক্তির দ্বিতীয় অবস্থা।

৩৬। 'ইহা শুভ, এই ভাবিয়া তাহাতে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত হয়, ইহাই বিমুক্তির তৃতীয় অবস্থা।

৩৭। 'সকল প্রকার রূপকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া, সকল প্রকার বাধা হইতে নিষ্কৃত হইয়া, ভেদাভেদবিষয় মনে একে বারে স্থান না দিয়া "এ সমস্ত (অনন্ত) আকাশরূপী" এইরূপ চিন্তা করে, এবং আকাশের অনন্ত আয়তন চিন্তা কেবল মনে উপস্থিত থাকে, এই অবস্থায় বিহার করে, ইহাই বিমুক্তির চতুর্থ অবস্থা।

৩৮। 'আকাশের আয়তনের (অনন্তত্বের) সকল প্রকার ভাব অতিক্রম করিযা এইরূপ চিন্তা করে, "এ সমস্ত অনন্ত জ্ঞান" এবং এরূপ অবস্থায় বিহার করে যাহাতে কেবল অনন্ত জ্ঞান বর্ত্তমান আছে, ইহাই বিমুক্তির পঞ্চম অবস্থা।

৩৯। 'সর্ব্বতঃপ্রসারী বিজ্ঞানায়তনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" চিন্তা করিয়া কিছু নাই, এই ভাবে অবস্থিতি করে ইহাই বিমুক্তির ষষ্ঠ অবস্থা।

৪০। "সকল প্রকার অনস্তিত্বের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া মনের এরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করে যাহাতে সংজ্ঞা (ভাব বা চিন্তা) অথবা অসংজ্ঞা (ভাব বা চিন্তার অভাব) বিশেষ কিছুই নাই, ইহাই বিমুক্তির সপ্তম অবস্থা।

৪১। "সকল প্রকারের সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার চিন্তা অতিক্রম করিয়া সেই অবস্থায় বিহার করে যাহাতে সংজ্ঞা (বস্তুবিষয়ে

ভাব) অথবা বেদনা (ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তু গ্রহণ) সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয় ইহাই বিমুক্তির অষ্টম অবস্থা।

৪২। 'হে আনন্দ, বিমুক্তি এই অষ্ট প্রকারের।

৪৩।৪৪। 'হে আনন্দ, সম্বোধি লাভ করিবার অল্প কাল পরে, একদা আমি উরুবিল্বগ্রামে নিরঞ্জনানদীতীরে অজপালন্যগ্রোধে অবস্থিতি করিতেছিলাম। তখন পাপাত্মা মার আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে এইরূপ বলিল :—"হে ভগবন্, এখন পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন, হে স্থগত, অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাউন। এখন আপনার পরিনির্ব্বাণের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" হে আনন্দ, পাপাত্মা মারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম "হে পাপাত্মা মার, যত দিন ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ, উপাসকগণ, উপাসিকাগণ প্রকৃতশ্রাবক (শ্রাবিকা) না হয়, এবং জ্ঞানী, বিনীত, অধীতবহু-শাস্ত্র, সত্যধর্ম্মজ্ঞ, বিনয়ধর, (ধর্ম্মসাধনের নিয়মজ্ঞ), বিশেষ ও সাধারণ-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, বিশুদ্ধজীবন, ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহকারী না হয়, এবং যত দিন না স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিয়া অন্যকে বলিতে, উপদেশ প্রদান করিতে, বুঝাইয়া দিতে, সত্য প্রকাশ করিতে, বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে এবং পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারে, এবং যত দিন মিথ্যা প্রবাদধর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহারা সত্যের দ্বারা পরাজিত ও খণ্ডিত করিয়া এই অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ না হয়, তত দিন আমি অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাইব না।

৪৫। 'যত দিন এই ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রভাবশালী, বর্দ্ধনশীল, বহু বিস্তৃত, জনসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত না হয়; যত দিন ইহা মনুষ্যগণের

নিকট সুপ্রকাশিত না হয়, তত দিন আমি অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাইব না।'

৪৬। 'অতঃপর সম্প্রতি অদ্য আমি চাপাল মন্দিরে উপবেশন করিয়াছিলাম এমন সময় পাপাত্মা মার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "হে ভগবন্, পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন ইত্যাদি।"

৪৭। 'মারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম হে পাপাত্মা, আনন্দিত হও, অচিরে তথাগত পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেন। অদ্য হইতে তিন মাস অন্তে তথাগত অস্তিত্ব হইতে চলিয়া যাইবেন।

৪৮। 'হে আনন্দ, অদ্য চাপাল মন্দিরে তথাগত স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ অবস্থায় স্বীয় আয়ুষ্কাল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৪৯। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আয়ুষ্মান্ আনন্দ বলিলেন, 'হে ভগবন্ এক কল্প অবস্থিতি করুন, হে সুগত বহু-জনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনু-কম্পা প্রকাশ করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যগণের জন্য তাহাদিগের হিতের ও সুখের জন্য এককল্প অবস্থান করুন।

৫০। 'হে আনন্দ, আর নহে। তথাগতের নিকট আর এ প্রার্থনা করিও না। তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় আর নাই।'

৫১। দ্বিতীয় বার আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের নিকট উক্ত-রূপ যাচ্ঞা করিলেন এবং দ্বিতীয় বার সেইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইলেন।

৫২। তৃতীয় বার আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের নিকট সেইরূপ যাচ্ঞা করিলেন এবং তৃতীয়বার সেইপ উত্তর পাইলেন।

৫৩। 'হে আনন্দ তুমি কি তথাগতের বোধিত্বে বিশ্বাস কর না?'

'ভগবন্, আমি বিশ্বাস করি।'

'হে আনন্দ, তবে কেন তুমি তৃতীয় বার পর্য্যন্ত এরূপ প্রার্থনা করিয়া তথাগতকে নিপীড় করিতেছ?'

৫৪। 'হে ভগবন্, আমি স্বকর্ণে আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, এবং আপনার নিকট হইতে এ সত্য গ্রহণ করিয়ছি যে, যে কেহ চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি (যোগবল) ধ্যানবলে উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকল বিস্তৃতরূপে সাধন করিয়াছেন ও মানসিক যানরূপে, দৃঢ় বস্তু রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, ;তাহা দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাব পরিচয় লাভ করিয়াছেন ও তাহাদ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছেন, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সেই জন্মেই এক-কল্প কাল, অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল জীবিত থাকিতে পারেন। তথাগতের চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপাদ (যোগবল) লাভ হইয়াছে, অতএব তথাগত ইচ্ছা করিলে এককল্প কাল অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনেই অবস্থিতি করিতে পারেন।'

৫৫। 'হে আনন্দ, তোমার বিশ্বাস আছে?'

'আজ্ঞা, হাঁ।'

'হে আনন্দ, তবে ইহা তোমার দোষ, ইহা তোমার অপরাধ; যেহেতু তুমি তথাগতের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াও এবং স্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়াও তুমি বুঝিতে পার নাই, তথাগতের নিকট এরূপ যাচ্ঞা কর নাই, 'ভগবন, এককল্প অবস্থিতি করুন। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের লাভের জন্য, সুখের

জন্য অবস্থিতি করুন। হে আনন্দ, তখন তুমি এরূপ যাজ্ঞা করিলে তথাগত হয়ত একবার বা দুইবার তোমার কথা না শুনিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় বার যাজ্ঞা করিলে হয়ত আমি তোমার কথা অগ্রাহ্য করিতাম না, অতএব ইহা তোমারই দোষ, তোমারই অপরাধ।

৫৬। 'হে আনন্দ, একদা আমি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম রাজগৃহ কি মনোরম স্থান, গৃধ্রকূট কি মনোরম! হে আনন্দ, যে ব্যক্তি ধ্যানবলে চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপাদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকল বিস্তৃতরূপে সাধন করিয়াছেন ও মানসিক যানরূপে, দৃঢ় বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছেন ও তাহাদ্বারা সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছেন, সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সেই জীবনেই এককল্প কাল অবস্থিতি করিতে পারেন, অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল অবস্থিতি করিতে পারেন। হে আনন্দ, তথাগত এই চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধির উদ্ভাবন করিয়াছেন (পূর্ব্বোল্লিখিত সকল গুণের পুনরুক্তি), তিনি এককল্প বা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনেই অবস্থিতি করিতে পারেন, এরূপ নিদর্শন পাইয়াও, এবং এরূপ পরিষ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তুমি বুঝিতে পার নাই, তথাগতের নিকট এরূপ যাজ্ঞা কর নাই "ভগবন, এককল্প অবস্থিতি করুন। হে সুগত, বহু জনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া দেবতা ও মনুষ্যগণের লাভের জন্য, হিতের জন্য ও সুখের জন্য এক কল্প অবস্থিতি করুন।" তখন তুমি এরূপ যাজ্ঞা করিলে আমি হয়ত তোমার কথা একবার দুইবার না শুনিতে পারিতাম কিন্তু তৃতী

থার যাজ্ঞা করিলে হয়ত আমি তোমার কথা অগ্রাহ্য করিতাম না, অতএব ইহা তোমারই দোষ, তোমারই অপরাধ।

৫৭। 'হে আনন্দ, একদা আমি রাজগৃহের সেই গৌতম ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই চৌরপ্রপাতে বাস করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই বেভার পর্ব্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই ঋষিগিরি পার্শ্বে কৃষ্ণপর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই শীতবন কুঞ্জে সপ্তশৌণ্ডিক পর্ব্বতগুহায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহে সেই তপোদারামে বাস করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই বেণুকুঞ্জে কলন্দকনিবাপে অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি রাজগৃহের সেই জীবকাম্রবণে অবস্থিতি করিতেছিলাম, একদা আমি সেই মদ্রকুক্ষির মৃগবনে অবস্থিতি করিতেছিলাম।

৫৮। "হে আনন্দ, এই সকল স্থানে আমি তোমাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলাম, 'হে আনন্দ, এই রাজগৃহ রমণীয় স্থান, গৃধ্রকূট পর্ব্বত রমণীয়, এই গৌতম ন্যগ্রোধ রমণীয়, এই চৌরপ্রপাত রমণীয়, বেভার পর্ব্বতপার্শ্বে এই সপ্তপর্ণীগুহা রমণীয়, এই ঋষিগিরি পর্ব্বতপার্শ্বে কৃষ্ণশীলা রমণীয়, শীতবনকুঞ্জে সপ্তশৌণ্ডিক গুহা রমণীয়, তপোদ আরাম রমণীয়, জীবক আম্রবণ রমণীয়, মদ্রকুক্ষিতে মৃগবন রমণীয়।

৫৯। "যে ব্যক্তির চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি উদ্ভাবন (ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত রূপ যোগবল লাভ) হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে এক কল্প অথবা বর্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনেই অবস্থিতি করিতে

পারে। তথাগত চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধি উদ্‌ভাবন (ইত্যাদি সমস্ত পূর্ব্বোল্লিখিত যোগবল) করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে এক কল্প বা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনে অবস্থিতি করিতে পারেন। অতএব ইহা তোমার দোষ, তোমারই অপরাধ।

৬০। "হে আনন্দ, একদা আমি বৈশালী নগরে উদেন মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম "হে আনন্দ, বৈশালী কি রমণীয়! উদেন মন্দির কি রমণীয়! হে আনন্দ, যে ব্যক্তি চতুর্ব্বিধ যোগবল উদ্ভাবন করিয়াছে (পূর্ব্বোক্তরূপ) সে ইচ্ছা করিলে এক কল্প বা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনে অবস্থিতি করিতে পারে। তথাগত চতুর্ব্বিধ যোগবল (পূর্ব্বোক্তরূপ) সাধন করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা করিলে এককল্প কাল বা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনে অবস্থিতি করিতে পারেন। তুমি এরূপ স্পষ্ট নিদর্শন এরূপ স্পষ্ট বাক্য বুঝিতে পারিলে না, অতএব ইহা তোমার দোষ এবং তোমারই অপরাধ।

৬১। ৬২। "হে আনন্দ, একদা আমি এই বৈশালী নগরে গৌতমক মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম, একদা আমি বৈশালী নগরে সপ্তম্বকমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম, একদা আমি এই বৈশালীনগরে বহুপুত্রমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম, একদা আমি এই বৈশালীনগরে সারন্দদমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলাম এবং অদ্য এই বৈশালী নগরে চাপালমন্দিরে তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম; 'হে আনন্দ, বৈশালী রমণীয় স্থান; উদেন মন্দির রমণীয় স্থান; গৌতমকমন্দির রমণীয় স্থান; সপ্তম্বক মন্দির রমণীয়; বহুপুত্রকমন্দির রমণীয়; সারন্দদমন্দির রমণীয় ও

চাপাল মন্দির রমণীয়। হে আনন্দ, যে ব্যক্তি চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিবল উদ্ভাবন করিয়াছে (ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তরূপ) সে ইচ্ছা করিলে এক কল্প কাল অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনে অবস্থিতি করিতে পারে। তথাগত চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিবল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তথাগত ইচ্ছা করিলে এককল্প কাল, অথবা বর্ত্তমান কল্পের অবশিষ্ট কাল এই জীবনে অবস্থিতি করিতে পারেন। তুমি তথাগতের নিকট হইতে এরূপ স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াও, এরূপ স্পষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারিলে না এবং তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না যে, হে ভগবন্, বহুজনের সুখের নিমিত্ত, লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতের ও সুখের নিমিত্ত এককল্প বাস করুন। হয়ত তথাগত একবার বা দুইবার তোমার কথা উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু তৃতীয়বার অনুরোধ করিলে হয়ত এই জীবনে এককল্প বাস করিতেন। অতএব এ দোষ, এ অপরাধ তোমারই।

৬৩। "হে আনন্দ, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত করিয়াছি যে, আমরা সকল প্রিয় ও মনোরম বস্তু হইতে বিরহিত হইব, তাহাদিগের সহিত পরিত্যক্তসম্পর্ক হইব ও তাহাদিগের সহিত বিরুদ্ধসম্পর্কযুক্ত হইয়া পড়িব। যখন যে সকল বস্তু হইয়াছে, আবির্ভূত হইয়াছে ও সংস্কারলাভ করিয়াছে, তাহারা সমস্তই ক্ষণিক, তখন কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে এরূপ দেহধারী ব্যক্তির দেহ বিনষ্ট হইবে না? এরূপ অবস্থা হইতেই পারে না। হে আনন্দ, তথাগত এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, অগ্রাহ্য করিয়াছেন, প্রতিষেধ করিয়াছেন। তথাগত অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাগত দ্বারা এই

বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে 'অচিরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে; অদ্য হইতে তিন মাস অন্তে তথাগতের মরণ হইবে।' তথাগত জীবিত থাকিবার অভিপ্রায়ে সেই বাক্য প্রত্যাহার করিবেন, ইহা কোনরূপে সম্ভবপর নহে।"

৬৪। "হে আনন্দ, চল, আমরা মহাবনে কুটাগারশালাতে গমন করি।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ এই বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা।" অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সঙ্গে লইয়া মহাবনে কুটাগারশালাতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, যে সকল ভিক্ষু বৈশালীর নিকটস্থ চারিদিকে অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া উপস্থানশালাতে সমাবিষ্ট কর।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের এই আদেশানুসারে বৈশালীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে যত ভিক্ষু ছিলেন তাঁহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া উপস্থানগৃহে সমাবিষ্ট করিলেন এবং ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নিবেদন করিলেন "হে ভগবন্, ভিক্ষুসঙ্ঘ উপস্থানশালাতে সমাবিষ্ট হইয়াছে, এখন আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় করুন।"

৬৫। তদনন্তর ভগবান্ উপস্থানগৃহে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি তাহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সে বিষয় গভীর চিন্তা কর; তৎসমুদয় সর্ব্বত্র বিস্তার কর, যে এই ব্রহ্মচর্য্য (ধর্ম্ম) স্থায়ী হয় এবং চিরদিন বিদ্যমান থাকে।

"এই অভিপ্রায়ে যে ইহাদ্বারা বহুলোকের হিত হয়, বহু লোকের সুখ হয়। লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হয়; দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাদিগের হিত ও সুখ হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম্ম স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি তাহা কি? কোন্‌ধর্ম্ম তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিবে, পূর্ণরূপে আচরণ করিবে, গভীর চিন্তা করিবে; (কোন্ ধর্ম্ম) তোমরা সর্ব্বত্র বিস্তার করিবে যে এই ব্রহ্মচর্য্য স্থায়ী হয় ও চির দিন বিদ্যমান থাকে; যে ইহাদ্বারা বহুলোকের হিত হয়, বহু লোকের সুখ হয়; লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হয়; দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাদিগের হিত ও সুখ হয়?

"ইহা এই নিম্নলিখিত ধর্ম্ম সকল;—

"চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থান—(গভীর আত্মচিন্তা)।

"চতুর্ব্বিধ পাপনিরোধ—(পাপের সহিত সংস্রবত্যাগ)।

"চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপদ—(যোগবল সাধন)।

"পঞ্চেন্দ্রিয় বল—(পঞ্চ বল সাধন)।

"সপ্তবিধ জ্ঞান—(সপ্ত বোধ্যঙ্গ)।

"মহৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি এই সকল ধর্ম্ম স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। তোমরা এই ধর্ম্ম উত্তমরূপে আয়ত্ত কর, সাধন কর, এই বিষয় গভীর চিন্তা কর। তোমরা সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম বিস্তার কর, যে এই ব্রহ্মচর্য্য স্থায়ী হয় ও চির দিন বিদ্যমান থাকে; যে ইহাদ্বারা বহু লোকের হিত হয়, বহু লোকের সুখ হয়, লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হয়, দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাদিগের হিত ও সুখ হয়।"

৬৬। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন ;—

"হে ভিক্ষুগণ, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, সকল প্রকার সঙ্ঘাত বস্তু বয়োধর্ম্মের অধীন—অতন্দ্রিতভাবে নির্ব্বাণ সাধন কর। অচিরে তথাগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। অদ্য হইতে তিন মাস অন্তে তথাগতের মৃত্যু হইবে।"

এই বাক্যের শেষে শাস্তা এইরূপ উক্তি করিলেন ;—

পরিপক্ক হ'ল বয়ঃ, জীবন নিঃশেষ
যাই ত্যজি তোমা সবে, অনন্যশরণ। *
অপ্রমত্ত হও ভিক্ষু, সুশীল, জাগ্রত,
স্বসংকল্পে হও দৃঢ়, রক্ষ স্বীয় চিত্তে।
এধর্ম্ম বিনয় যেই অপ্রমাদে সাধে,
জন্ম পুনর্জন্ম ত্যজি দুঃখ হ'তে তরে।

তৃতীয় সুক্ত সমাপ্ত।

---

* আমার নিজের শরণ আমি স্থির করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

১। অনন্তর এক দিন ভগবান্ পূর্ব্বাহ্ণে পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া চীবর ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষা করিতে বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন। ভোজনান্তে ভিক্ষযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন কালে গজ-দৃষ্টিতে বৈশালী নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অবলোক-নান্তে আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"হে আনন্দ, তথাগতের বৈশালী নগরের প্রতি এই দৃষ্টিপাত শেষ দৃষ্টিপাত হইবে।

"চল, হে আনন্দ, আমরা ভণ্ডগ্রামে গমন করি।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভগবন্।" অতঃপর তথাগত বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ভণ্ডগ্রামে গমন করিয়া সেই গ্রামেই অব-স্থিতি করিলেন।

২। এই স্থানে অবস্থিতি কালে ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ, চারিটি ধর্ম্ম জ্ঞাত না হওয়াতে ও আয়ত্ত না করাতে আমাকে এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হয় ও এত পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয়।

"সে চারিটি ধর্ম্ম কি কি? (১) আর্য্যোচিত শীল, (মহৎ চরিত্র), (২) আর্য্যোচিত সমাধি, (শ্রেষ্ঠ গভীর ধ্যান), (৩) আর্য্যোচিত প্রজ্ঞা, (শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান), (৪) আর্য্যোচিত বিমুক্ত অবস্থা (মহৎ স্বাধীন অবস্থা)। যখন আর্য্যোচিত শীল জ্ঞাত ও আয়ত্ত

হয়, যখন এই আর্য্যোচিত সমাধি জ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়, যখন এই আর্য্যোচিত প্রজ্ঞা জ্ঞাত ও আয়ত্ত হয় এবং যখন এই আর্য্যোচিত বিমুক্তি জ্ঞাত ও আয়ত্ত হয়, তখন অস্তিত্বের তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয়, এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ বিনষ্ট হয়। তখন আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।"

৩। এই উক্তি করিবার পর শাস্তা ভগবান্ এই গাথা উচ্চারণ করিলেন।

"শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, মুক্তি শ্রেষ্ঠতম,
লভিলা এসব জ্ঞান যশস্বী গৌতম।
এইধর্ম্ম লভি, দিয়ে যত ভিক্ষুগণে
দিব্য চক্ষু, শাস্তা, দুঃখহারী, যায় নিবে।"

৪। এই ভণ্ডগ্রামে অবস্থিতি কালে ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন :—"শীল দ্বারা পরিশোভিত সমাধিতে মহৎ ফল ও মহালাভ হয়। সমাধি দ্বারা পরিশোভিত প্রজ্ঞাতে মহৎ ফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশোভিত চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে। দুঃখ (আশ্রব) চতুর্ব্বিধ যথা, কামনা, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।"

৫। ভণ্ডগ্রামে যত দিন ইচ্ছা বাস করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল, আনন্দ, আমরা হস্তি-গ্রামে যাই।" আনন্দ বলিলেন, "যে আজ্ঞা।" অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষুসমভিব্যাহারে তথাগত হস্তিগ্রামে গমন করিলেন।

৬। হস্তিগ্রামে যত দিন ইচ্ছা বাস করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল, আনন্দ, আমরা অম্ব গ্রামে গমন করি,—জম্বুগ্রামে গমন করি—আয়ুষ্মান্ আনন্দ

সম্মতি প্রকাশ করিলে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ভগবান্ অম্ব গ্রামে ও জম্বু গ্রামে গমন করিলেন এবং যত দিন ইচ্ছা সেখানে বিহার করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "চল, আনন্দ, আমরা ভোগনগরে যাই।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণ সহ ভোগনগরে গমন করিলেন।

৭। তথাগত ভোগনগরে আনন্দমন্দিরে অবস্থিতি করিলেন। এইস্থানে তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, "আমি তোমাদিগকে চারিটি মহোপদেশ দিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ও উত্তমরূপে মনে ধারণ কর।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে তথাগত বলিতে লাগিলেন :—

৮। "হে ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারে আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে আমি গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ, শাস্তার (বুদ্ধের) এইরূপ শাসন। সেই ভিক্ষুর এই বাক্য আদর করিয়া গ্রহণ করিবে না অথবা অগ্রাহ্য করিয়া ত্যাগ করিবে না। আদর অনাদর কিছুই না করিয়া সেই বাক্যের প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বর্ণ সাবধানে গ্রহণ করিয়া সূত্রের ও বিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবে যদি সূত্রে ইহা না থাকে, যদি বিনয়ের সহিত না ঐক্য হয়, তবে এই রূপ স্থির করিবে 'এবাক্য এই ভগবানের বচন নহে ; এই ভিক্ষু ইহা সুষ্ঠু গ্রহণ করে নাই।' তখন ভিক্ষুগণ ঐ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু যদি সূত্রের পার্শ্বে রাখিয়া ও বিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পাও যে, ঐ বাক্যের সূত্রের ও বিনয়ের সহিত ঐক্য

আছে তবে এই নিষ্পত্তি করিবে যে ইহা ভগবানের বাক্য এবং ঐ ভিক্ষু উহা সুন্দররূপে অয়ত্ত করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম মহোপদেশ সাবধানে ইহা মনে গ্রহণ কর।

৯। অপর কোন ভিক্ষু এরূপ বলিতে পারে, অমুক গৃহে স্থবির ও প্রধান এক ভিক্ষু সঙ্ঘ বাস করে; আমি সেই সঙ্ঘ হইতে স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছি, তথা হইতে সাক্ষাৎ অর্থবোধ করিয়াছি, ধর্ম্ম (বুদ্ধদেবের উপদেশ) এইরূপ, বিনয় (ভিক্ষুগণের ব্যবহারের নিয়ম) এই রূপ, শাস্তার শাসন এই প্রকার, হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাক্য আদর করিয়া গ্রহণও করিবে না, অনাদর করিয়া ত্যাগও করিবে না। আদর অনাদর কিছুই না করিয়া সেই বাক্যের প্রত্যেকপদ ও প্রত্যেক বর্ণের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবে এবং সূত্রের এবং বিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবে; যদি সূত্রে সে বাক্য না থাকে ও যদি বিনয়ের সহিত ঐক্য না হয় তবে এইরূপ স্থির করিবে যে ঐ (ভিক্ষু কথিত) বাক্য এই ভগবানের বচন নহে। ঐ ভিক্ষুগণ ইহা সুষ্ঠু গ্রহণ করে নাই। তখন ভিক্ষুগণ ঐ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু যদি সূত্রের সহিত তুলনা করিয়া ও বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাও যে ঐ বাক্যের সূত্রের ও বিনয়ের সহিত ঐক্য আছে তবে এই নিষ্পত্তি করিতে পার যে ইহা এই ভগবানের বাক্য এবং ঐ ভিক্ষুসঙ্ঘ উহা সুন্দররূপ আয়ত্ত করিয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় মহোপদেশ। ইহা সাবধানে হৃদয়ে গ্রহণ কর।

১০। "কোন ভিক্ষু এরূপ বলিতে পারে যে, অমুক আবাসে বহুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু বিহার করেন, তাঁহারা বহুশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন, পরম্পরাগত ধর্ম্ম উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, তাঁহারা সকল

বিধি উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন—এইরূপ স্থবির ভিক্ষুগণের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ, শাস্তার উপদেশ এই-প্রকার। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাক্য আদর করিবে না, অথবা অগ্রাহ্য করিযা ত্যাগও করিবে না। আদর অনাদর কিছুই না করিয়া সেই বাক্যের প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বর্ণের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবে ও সূত্রের সহিত তুলনা করিবে এবং বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি সূত্রে সে বাক্য না থাকে ও বিনয়ের সহিত তাহার ঐক্য না থাকে, তবে এইরূপ স্থির করিবে যে ঐ বাক্য এই ভগবানের বচন নহে। ঐ ভিক্ষুগণ উহা সুষ্ঠু বুঝিতে পারে নাই। তখন ভিক্ষুগণ ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু যদি সূত্রের সহিত তুলনা করিয়া ও বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাও যে, ঐ বাক্যের সূত্রের ও বিনয়ের সহিত ঐক্য আছে তবে এই নিষ্পত্তি করিবে যে উহা এই (সেই) ভগবানের বাক্য এবং ঐ ভিক্ষু উহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় মহোপদেশ। ইহা সাবধানে হৃদয়ে গ্রহণ কর।

১১। "কোন ভিক্ষু এরূপ বলিতে পারে অমুক আবাসে এক জন স্থবির ভিক্ষু আছেন, তিনি বহুশ্রুতধর, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর পরম্পরাগত পূর্ণধর্ম্মজ্ঞ। এই স্থবির ভিক্ষুর মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার নিকট ইহার অর্থপরিগ্রহ করিয়াছি, ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ, শাস্তার উপদেশ এই প্রকার। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাক্য আদর করিয়া গ্রহণও করিবে না, অথবা অগ্রাহ্য করিয়া ত্যাগও করিবে না। আদর অনাদর কিছুই না করিয়া

সেই বাক্যের প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বর্ণের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবে এবং সূত্রের সহিত তুলনা করিবে ও বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি সূত্রে সে বাক্য না থাকে ও বিনয়ের সহিত তাহার ঐক্য না থাকে, তবে এইরূপ স্থির করিবে যে সেই বাক্য এই ভগবানের বচন নহে। ঐ ভিক্ষু উহা সুষ্ঠু বুঝিতে পারে নাই। তখন ভিক্ষুগণ ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। কিন্তু যদি সূত্রের সহিত তুলনা করিয়া ও বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাও যে ঐ বাক্যের সূত্রের ও বিনয়ের সহিত ঐক্য আছে, তবে এইরূপ নিষ্পত্তি করিবে যে, উহা এই ভগবানের বাক্য এবং ঐ ভিক্ষু উহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিযাছে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ মহোপদেশ। ইহা সাবধানে হৃদয়ে গ্রহণ কর।

"হে ভিক্ষুগণ, এই চারি মহোপদেশ উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর।

১২। এই ভোগনগরে অবস্থিতিকালে ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয় এই উপদেশ দান করিযাছিলেন :—"শীল দ্বারা পরিশোভিত সমাধিতে মহৎফল ও মহালাভ হয়, সমাধি দ্বারা পরিশোভিত প্রজ্ঞাতে মহৎফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশোভিত চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে, এই দুঃখ (আশ্রব) চারি প্রকার, যথা, কামনা, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।"

১৩। অনন্তর যত দিন ইচ্ছা ভোগনগরে বিহার করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চল, আনন্দ, আমরা পাবানগরে গমন করি।" আয়ুষ্মান্ আনন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তথাগতের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর তথাগত বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবানগরে গমন করিলেন।

পাবাতে তথাগত চুন্দনামক কর্ম্মকারের আম্রবণে অবস্থিতি করিলেন।

১৪। অনন্তর কর্ম্মকারবংশীয় চুন্দ শ্রবণ করিল যে ভগবান্ পাবানগরে আগমন করিয়া তাহার আম্রবণে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তর চুন্দকর্ম্মকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন ভগবান্ চুন্দকর্ম্মকারকে উপদেশ দান করিয়া জাগ্রৎ, উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত করিলেন।

১৫। অনন্তর চুন্দকর্ম্মকার ভগবানের উপদেশে জাগ্রৎ, উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত হইয়া ভগবানের নিকটে নিবেদন করিল 'ভগবন্ আমার গৃহে আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ভোজন করুন।' ভগবান্ তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিলেন।

১৬। অতঃপর, ভগবান্ ভোজন করিতে সম্মত হইলেন বুঝিতে পারিয়া চুন্দ আসন হইতে উত্থান করিল এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

১৭। অনন্তর সেই রাত্রি অবসানে কর্ম্মকারপুত্র চুন্দ স্বীয় আবাসে মিষ্ট, কোমল ও কঠিন অন্ন এবং প্রচুর শূকরমাংস রন্ধন করিয়া ভগবানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং তথাগতকে অবগত করিল যে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে।

১৮। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বাহ্নে পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া চীবর ধারণ করিয়া ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে চুন্দকর্ম্মকারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার জন্য

বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিয়া চুন্দকর্ম্মকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে শুষ্ক শূকরমাংস পাক করিয়াছ তাহা কেবল আমাকেই পরিবেশন কর। অন্য যে সকল কোমল ও কঠিন অন্ন পাক করিয়াছ তাহা ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন কর।'

চুন্দকর্ম্মকার ভগবানের বাক্যে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিল, এবং যে শূকরমাংস রন্ধন করিয়াছিল তাহা তথাগতকে পরিবেশন করিল ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে মিষ্ট, কোমল ও কঠিন অন্ন পরিবেশন করিল।

১৯। অনন্তর ভগবান্ চুন্দকর্ম্মকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে চুন্দ, যে শূকরমাংস অবশিষ্ট আছে তাহা একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে নিহিত কর। এই লোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণব্রাহ্মণগণমধ্যে, নরামরগণমধ্যে, এরূপ ব্যক্তি নাই যে ইহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারে। এক তথাগতই কেবল ইহা ভোজন করিতে সক্ষম।

চুন্দ কর্ম্মকার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তথাগতের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিল এবং অবশিষ্ট শূকরমাংস গর্ত্তে প্রোথিত করিল।

২০। (উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া) চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন ভগবান্ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত করিয়া আসনত্যাগ করিয় প্রস্থান করিলেন।

২১। চুন্দকর্ম্মকারের অন্ন ভোজনের পর ভগবানের কঠি রোগ রক্তামাশয় ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হইল তাহাতে জীব

সংশয় হইল। এই কঠিন পীড়ার অবস্থাতেও ভগবান্ স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে ছিলেন, কাতর উক্তি করেন নাই।

২২। অনন্তর তথাগত আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'চল, আনন্দ, কুশীনরনগরে গমন করি।' আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্যে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

২৩। শুনেছি, চুন্দের অন্ন করিয়া ভোজন,
প্রাণনাশী ক্ষরবোগ স'হলেন ধীর।
বিশুষ্ক শূকর মাংস করিয়া ভোজন
শাস্তার হইল ব্যাধি অতীব প্রবল
কিঞ্চিদুপশম হ'লে ক'ন ভগবান্
কুশীনর নগরেতে সবে যাই, চল।

২৪। অনন্তর ভগবান্ পথ ত্যাগ করিয়া কোন একটি বৃক্ষের মূলে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, আইস, চীবর চারি ভাঁজ করিয়া এখানে বিস্তারিত কর। আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রাম করিব।'

ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চীবর চারি ভাঁজ করিয়া বিস্তারিত করিয়া দিলেন।

২৫। বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, দেখ, আমার জন্য জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে, আমি জলপান করিব।'

২৬। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই মাত্র পঞ্চশত শকট এই জলের উপর দিয়া গিয়াছে। চক্রদ্বারা আন্দোলিত হইয়া এই জল অল্প, পঙ্কিল ও আবিল হইয়াছে। ভগবন্, অদূরে ঐ ককুৎস্থা নদী আছে তাহার জল স্বচ্ছ ও সুখপ্রদ, শীতল ও শ্বেতবর্ণ এবং তাহার অবতরণ স্থান সুগম ও মনোহর। ঐ স্থানে ভগবান্ জলপান করিবেন এবং গাত্র শীতল করিবেন।

২৭। পুনরায়, দ্বিতীয়বার, ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, আনন্দ, আমার জন্য জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে; আমি জল পান করিব।'

২৮। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এইমাত্র পঞ্চশত শকট এই জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। চক্র দ্বারা আন্দোলিত হইয়া এই জল অল্প, পঙ্কিল ও আবিল হইয়াছে। ভগবন্, অদূরে ঐ ককুৎস্থা নদী আছে, তাহার জল স্বচ্ছ ও সুখপ্রদ, শীতল এবং শ্বেতবর্ণ, তাহার অবতরণ স্থান সুগম ও মনোহর। ঐ স্থানে ভগবান্ জলপান করিবেন এবং গাত্র শীতল করিবেন।'

২৯। তৃতীয়বার ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আনন্দ, আমার জন্য জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে; আমি জলপান করিব।'

৩০। তখন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং একটি ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঐ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইতে জল আনয়ন করিতে গমন করিলেন চক্রদ্বারা আন্দোলিত হইয়া যে জল অল্প, পঙ্কিল ও আবিল হইয়াছিল

তাহা আয়ুষ্মান্ আনন্দের আগমনে স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অপঙ্কিল হইয়া বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

৩১। তাহা দর্শন করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভাবিতে লাগি-লেন :—তথাগতের কি আশ্চর্য্য প্রতাপ, কি অদ্ভুত শক্তি, এই ক্ষণই এই ক্ষুদ্র নদী রথচক্রে আন্দোলিত হইয়া অগভীর, পঙ্কিল ও মলিন হইয়া বহিতেছিল, আমার আগমনেই পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও সর্ব্বপ্রকার মলিনতামুক্ত হইয়া বহিতে লাগিল!

৩২। আয়ুষ্মান্ আনন্দ পাত্রে জল লইয়া ভগবানের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'তথাগতের কি আশ্চর্য্য প্রতাপ, কি অদ্ভুত শক্তি, এইক্ষণই এই ক্ষুদ্র নদী রথচক্র দ্বারা আন্দোলিত হইয়া অগভীর, পঙ্কিল ও আবিল হইয়া বহিতেছিল, আমার আগমনমাত্রে সর্ব্বপ্রকার মলিনতা মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অপঙ্কিল হইয়া বহিতে লাগিল।

'ভগবন্, পানীয়জল পান করুন। হে সুগত, জলপান করুন।' অনন্তর ভগবান্ জলপান করিলেন।

৩৩। এই সময় আলাড়কালামের শ্রাবক (শিষ্য) পুক্কস নামক মল্লদেশীয় যুবক কুশীনর হইতে পাবানগরে গমন করিতেছিল।

৩৪। পুক্কস ভগবান্‌কে এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত দর্শন করিল। ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। পুক্কস আসন গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল, 'যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শান্তির সহিত বিহার করেন?'

৩৫। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা আলাড়কালাম দীর্ঘপথ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া মার্গ ত্যাগ করিয়া অদূরে এক বৃক্ষমূলে রৌদ্রের সময় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময়ে পঞ্চশত শকট প্রায় আলাড় কালামকে স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিয়া গেল। অনন্তর এক ব্যক্তি এই পঞ্চশত শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আলাড়কালামের নিকট উপস্থিত হইল; এবং আলাড়কালামকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'ভগবন্, পঞ্চশত শকট এইস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, আপনি কি তাহা দেখিয়াছেন?' 'ভ্রাত, আমি দেখি নাই।'

'আপনি কি তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন?' 'আমি তাহার শব্দও শ্রবণ করি নাই।' 'আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?' 'ভ্রাত আমি নিদ্রিত ছিলাম না।' 'ভগবন্, আপনি কি জাগ্রত ছিলেন' 'হাঁ, ভ্রাত, আমি জাগ্রত ছিলাম।'

'তাহা হইলে ভগবন্, আপনি সসংজ্ঞ ও জাগ্রৎ ছিলেন এবং পঞ্চশতশকট আপনাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা দর্শনও করেন নাই, তাহার শব্দও শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার চীবর ধূলিপূর্ণ হইয়াছে!!' 'হাঁ, ভ্রাত, তাহাই বটে।'

৩৬। তখন সেই ব্যক্তি মনে মনে ভাবিতে লাগিল 'কি অদ্ভুত শান্তির সহিত প্রব্রজিত ব্যক্তি বিহার করেন যে সসংজ্ঞ ও জাগ্রৎ অবস্থাতে থাকিয়াও নিকট দিয়া পঞ্চশত শকট গমন করিলেও দর্শনও করেন না, তাহার শব্দও শ্রবণ করেন না।' অনন্তর আলাড়কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।

৩৭। 'হে পুক্কস তুমি নিম্ন লিখিত দুইটির মধ্যে কোন্‌টি দুষ্করতর মনে কর অথবা দুর্ঘটতর মনে কর, প্রথম সজ্ঞান ও জাগ্রৎ অবস্থাতে অতি নিকট দিয়া পঞ্চশত শকট চলিয়া যাইতে না দেখা ও তাহার শব্দ না শুনা, (অপর) সজ্ঞান ও জাগ্রৎ অবস্থাতে বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়া যাওয়া, বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া ও বজ্রপাত হওয়া না দর্শন করা ও তাহার শব্দ না শ্রবণ করা?

৩৮। 'ভগবন্, ইহার সহিত তুলনায় পঞ্চশত বা যট্‌শত বা সপ্ত, অষ্ট, নব শত বা সহস্র বা শতসহস্র শকট বা কি? অপর ইহাই দুষ্করতর ও দুর্ঘটতর যে সজ্ঞান ও জাগ্রৎ অবস্থাতে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কলকল শব্দে বহিয়া যাওয়া, বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া ও বজ্রপাত হওয়া অথচ তাহা না দেখা ও তাহার শব্দ না শ্রবণ করা।'

৩৯। 'হে পুক্কস, একদা আমি আতুমা নগরে ভুষাগারে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন বৃষ্টিবর্ষণ হইয়াছিল, বৃষ্টির জল কলকল করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, বিদ্যুৎ পুনঃ পুনঃ দেখা যাইতেছিল, বজ্রপাত হইতেছিল, ভুষাগারের অদূরে কৃষক দুই ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্দ হত হইয়াছিল এবং আতুমা নগর হইতে বহুজন বহির্গত হইয়া সেই স্থানে হত কৃষক ভ্রাতৃদ্বয় ও চারি বলীবর্দ্দের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

৪০। সেই সময়ে আমি ভুষাগার হইতে নির্গত হইয়া দ্বারের নিকট অবকাশ স্থানে পাদচারণা করিতেছিলাম। অনন্তর সেই জনতা হইতে এক জন আমার নিকট আগমন করিল এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

৪১। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এস্থানে এত লোক সমবেত হইয়াছে কেন?' সে বলিল, কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি পড়িয়া জল কলকল শব্দে বহিতেছিল, বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছিল, বজ্রপাত হইতেছিল এবং কৃষক দুইভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্দ হত হইয়াছে। এই জন্য এস্থানে এত বহুলোক সমবেত হইয়াছে। ভগবন্, আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমি এস্থানেই ছিলাম।'

'ভগবন্, আপনি কি এসব দর্শন করেন নাই?'

'আমি দর্শন করি নাই।'

'ভগবন্, আপনি কি শব্দ শ্রবণ করেন নাই?'

'আমি শব্দ শ্রবণ করি নাই।'

'ভগবান্ কি নিদ্রিত ছিলেন?'

'আমি নিদ্রিত ছিলাম না।'

'তখন কি ভগবানের সংজ্ঞা ছিল?'

'হাঁ, সংজ্ঞা ছিল।'

'তাহা হইলে আপনি সজ্ঞানে ও জাগ্রৎ ছিলেন অথচ বৃষ্টি পতিত হইয়াছে, জল কলকল শব্দ করিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়াছে ও বজ্রপাত হইয়াছে—এসকল দর্শনও করেন নাই ও ইহার শব্দও শ্রবণ করেন নাই।"

'এইরূপ হইয়াছে সত্য।'

৪২। 'হে পুক্কস, তচ্ছ্রবণে সেই ব্যক্তি মনে মনে এই ভাবিতে লাগিল:—"কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শান্তির সহিত প্রব্রজিত ব্যক্তিগণ বিহার করেন যে বৃষ্টি পতিত হইল, কলকল শব্দে জল বহিয়া গেল, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, বজ্রপাত হইল অথচ জাগ্রৎ

ও সন্তানে থাকিয়াও এ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিলেন না বা তাহার শব্দ শ্রবণ করিলেন না।" অনন্তর আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।'

৪৩। ভগবানেব এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মল্লযুবক পুক্কস ভগবান্‌কে সম্বোধন কবিয়া বলিল :—'এখন প্রবল ব্যাতাতে যেমন (লোকে তুষ) উড়াইয়া দেয় আমি আলাড়কালামে বিশ্বাস উড়াইয়া দিই ; খবস্রোতস্বতী নদীতে যেমন ভাসাইয়া দেয় সেইরূপ ভাসাইয়া দিই। ভগবন্, আপনার উক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনার উক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যেন অধোমুখে পতিত বস্তুকে ঊর্দ্ধমুখে তুলিয়া দেওয়া হইল, অথবা যেন আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত কবিয়া দেওয়া হইল। যেন মূঢ় (বিপথগামী) ব্যক্তির নিকট সত্যপথ প্রদর্শন করা হইল ; যেন অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ আনয়ন করা হইল। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ বস্তুর রূপ দর্শন করিতে পারে সেইরূপ তথাগত বহু প্রকারে আমাব নিকট সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই আমি ভগবানেব শরণ গ্রহণ করি, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করি এবং ভিক্ষুসঙ্ঘেব শরণ গ্রহণ করি। ভগবন্, আমাকে উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। অদ্য হইতে আমি ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম, মরণ পর্য্যন্ত শরণাপন্ন থাকিব।'

৪৪। অপর মল্লদেশীয় যুবক পুক্কস একজনকে আহ্বান করিয়া বলিল একজোড়া সুধৌত, পরিধানযোগ্য, 'সুবর্ণ-বস্ত্র আনয়ন কর।' তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি (এক জোড়া) যুগল, সুধৌত পরিধানযোগ্য সুবর্ণ-বস্ত্র আনয়ন করিল।

৪৫। অনন্তর মল্লযুবক পুক্কস সেই যুগল, সুধৌত পরিধান-

যোগ্য সুবর্ণ-বস্ত্র ভগবান্‌কে অর্পণ করিল, 'হে ভগবান্, এই যুগল, সুধৌত, পরিধানযোগ্য সুবর্ণ-বস্ত্র আমার প্রতি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।'

'তাহা হইলে একখানি বস্ত্র আমাকে পরাইয়া অপর খানি আনন্দকে দেও।'

তাহা শ্রবণ করিয়া মল্লদেশীয় যুবক পুক্কস একখানি বস্ত্র দ্বারা ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত করিল এবং অপর বস্ত্রদ্বারা আয়ুষ্মান্ আনন্দের দেহ আচ্ছাদিত করিল।

৪৬। অনন্তর ভগবান্ মল্লদেশীয় যুবক পুক্কসকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত করিলেন—মল্লদেশীয় যুবক পুক্কস ভগবানের উপদেশে উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত হইয়া ভগবান্‌কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

৪৭। অনন্তর মল্লদেশীয় যুবক পুক্কসের প্রস্থানের অল্প কাল পরে আয়ুষ্মান্ আনন্দ সেই সুধৌত, পরিধান উপযোগী সুবর্ণ-বস্ত্রদ্বয় ভগবানের গাত্রে স্থাপন করিলেন। ভগবানের গাত্রে স্থাপিত হইলে ঐ সুবর্ণবস্ত্রযুগল হীনপ্রভ দৃষ্ট হইল।

৪৮। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'হে ভগবন্, কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, তথাগতের শরীরের বর্ণ কি পরিশুদ্ধ, কি উজ্জ্বল? এই পরিধান যোগ্য সুধৌত সুবর্ণ-বস্ত্রযুগল ভগবানের গাত্রোপরি স্থাপিত হওয়াতে ঐ স্থানে বস্ত্র যুগল হীনপ্রভ দৃষ্টি হইল?'

৪৯। 'হে আনন্দ, দুই সময়ে তথাগতের শরীরের বর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ হয় ও অতি উজ্জ্বল হয়। সে দুই সময় কি কি?

৫০। 'যে রাত্রিতে তথাগত সর্ব্বোত্তম সম্বোধি লাভ করেন

এবং যে রাত্রিতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হন আর কিছুই শেষ থাকে না।

'হে আনন্দ, এই দুই সময়ে তথাগতের বর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ হয়, অতি উজ্জ্বল হয়।'

৫১। 'হে আনন্দ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে কুশীনগরের উপবনে মল্লদিগের শালবনে দুই যমক শালবৃক্ষের মধ্যস্থলে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে।'

'চল, আনন্দ, ককুৎস্থা নদীতীরে গমন করি।" ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৫২। পুক্কস আনীত যুগ্ম স্বুবর্ণ বসনে
আচ্ছাদিত হয়ে শাস্তা হন হেমবর্ণ।

৫৩। অনন্তর ভগবান্ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সঙ্গে ককুৎস্থানদী তীরে গমন করিলেন, অনন্তর নদীতে অবগাহন ও স্নান করিয়া এবং জলপান করিয়া, পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং আম্রবনে গমন করিলেন।

৫৪। তথায় গমন করিয়া আয়ুষ্মান চুন্দককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে চুন্দক, দেখ, চীবর চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত কর। আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।' অতঃপর ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ চুন্দক সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং চীবর চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত করিলেন।

৫৫। ভগবান্ দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহশয়নের ন্যায় শয়ন করিয়া এক পদের উপর অপর পদ রাখিলেন। স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে পুনরায় উত্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

আয়ুষ্মান্ চুন্দকও সেই স্থানেই ভগবানের সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন।

৫৬। ককুৎস্থ নদীতে বুদ্ধ করিলা গমন।
স্বচ্ছ প্রীতিকর যার বিমল উদক
করিলা অবগাহন অতিক্রান্ত-দেহ,
শাস্তা, তথাগত, লোকে অপ্রতিম।
স্নান করি জলপান করিয়া তখন
পরপারে গেলা শাস্তা ভিক্ষুগণ মাঝে
ধর্ম্মের প্রবক্তা, শাস্তা, সেই ভগবান্
আম্রবনে উপগত হইলা, মহিম।
চুন্দক নাম ভিক্ষুকে কহিলা ডাকিয়া
চতুর্গুণ সংঘাটীতে রচ মম শয্যা,
সম্মানিত আনন্দিত হয়ে ভিক্ষু চুন্দ
ক্ষিপ্রহস্তে চতুর্গুণ চীবর বিস্তারে।
শুইলা তথায় শাস্তা অতিক্রান্ত দেহ
শাস্তার সম্মুখে চুন্দ বসিলা তখন।

৫৭। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যদি কর্ম্মকারপুত্র চুন্দের মনে কেহ এই বলিয়া অনুতাপ উপস্থিত করে, যে "হে চুন্দ, ইহাতে তোমার ক্ষতি, ইহাতে তোমার অনিষ্ট, যে সর্ব্বশেষ তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়া ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন।" হে আনন্দ, কর্ম্মকার চুন্দের এরূপ অনুতাপ এই বলিয়া নিবারণ করিতে হইবে যে "হে চুন্দ, ইহা তোমার লাভ, ইহাতে তোমার ইষ্টসাধন হইয়াছে যে তথাগত সর্ব্বশেষে তোমার অন্ন ভোজন করিয়া পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন। হে চুন্দ, আমি

সাক্ষাৎ ভগবানের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে এ কথার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, আমাকে দুইবার ভোজন দানকরা সমফলপ্রদ ও সমপুরস্কারপ্রদ এবং অন্যান্য ভোজন দানকরা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিকতর ফলপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ। সে দুই ভোজন দান কি কি? যে ভোজ্য আহার করিয়া তথাগত অনুত্তর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন এবং যে অন্ন ভোজন করিয়া তথাগত কোন অবশেষ না রাখিয়া নির্ব্বাণ বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে পরিনির্ব্বাপিত হন। এই দুই দিনের অন্ন দান সমফল প্রদ ও সমান মুক্তিপ্রদ। অন্যান্য সকল অন্নদানাপেক্ষা অত্যন্ত অধিকতর মহাফলপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ। এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের দীর্ঘায়ুপ্রদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে। এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের উত্তমবর্ণে জন্মপ্রদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে। এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের সুখপ্রদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে। এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের যশপ্রদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে। এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের স্বর্গপদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে, এই কর্ম্মের দ্বারা আয়ুষ্মান্ চুন্দের আধিপত্যপ্রদ ফল সঞ্চিত হইয়াছে।

'হে আনন্দ, এই প্রকারে কর্ম্মকারপুত্র চুন্দের অনুতাপ নিবারণ করিতে হইবে।'

৫৮। অনন্তর ভগবান্ ইহার ভাব অন্তরে অনুভব করিয়া এই আনন্দগাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

দাতার পুণ্যের বৃদ্ধি (অবশ্যই) হয়
সংযত ব্যক্তিতে বৈর জন্মিতে না পায়,

বিজ্ঞজন ত্যজে সর্ব্ব প্রকারের পাপ
রাগ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়ে লভয়ে নির্ব্বাণ। ইতি
আলাড়োপাখ্যান শেষ।
চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চল, হে আনন্দ, হিরণ্যবতী নদীর অপর পারে মল্লদিগের কুশীনর নগরের সমীপবর্ত্তী মল্লদিগের শালবনে গমন করি।' আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানেব এই বাক্যে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

২। অনন্তর তথাগত বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমভিব্যাহারে হিবণ্যবতী নদীর পবপাবে কুশীনরনগরের সমীপবর্ত্তী মল্লদিগের শালবনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

৩। "ঐ যমক শালবৃক্ষের অন্তরস্থ উত্তর শীর্ষক মঞ্চোপরি (চীবর) বিস্তারিত কর। আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব। আয়ুষ্মান্ আনন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং ঐ যমক শালবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী উত্তরশির্ষক মঞ্চোপরি (চীবব) বিস্তারিত কবিলেন। অনন্তর তথাগত দক্ষিণপার্শ্বোপরি সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন ; পদের উপর পদ রক্ষা করিলেন এবং স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

৪। ঐ সময়ে ঐ যমক শালবৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল নির্গত হইয়াছিল। এই অকালভব পুষ্প সকল তথাগতের শরীরের উপর পতিত হইয়াছিল ; বৃষ্টির ন্যায় পতিত ও চারিদিকে

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথাগতের পূজার জন্য দিব্য মন্দার পুষ্প সকল পতিত হইয়াছিল; বৃষ্টির ন্যায় পতিত ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষ হইতে চন্দনচূর্ণ সকল অবতীর্ণ হইয়া তথাগতের শরীরের উপর পতিত হইয়াছিল; বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তথাগতের পূজার জন্য স্বর্গীয় তূরী সকল অন্তরীক্ষে বাজিয়াছিল। তথাগতের পূজার জন্য দিব্য সঙ্গীতসকলও অন্তরীক্ষে গীত হইয়াছিল।

৫। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আনন্দ, যমক শালবৃক্ষ ভেদ করিয়া অকালে সর্ব্বাঙ্গে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তথাগতের শরীরের উপর পতিত হইয়াছে; বৃষ্টির ন্যায় পতিত ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাগতের পূজার জন্য দিব্য মন্দারপুষ্পসকল পতিত হইয়াছে, বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাগতের পূজার জন্য অন্তরীক্ষ হইতে চন্দনচূর্ণ সকল অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শরীরের উপর পতিত হইয়াছে; বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাগতের পূজার জন্য স্বর্গীয় তূরী সকল অন্তরীক্ষে বাজিতেছে। তথাগতের পূজার জন্য দিব্য সঙ্গীত সকল অন্তরীক্ষে গীত হইতেছে।

৬। 'হে আনন্দ, তথাগতের পূজার জন্য এত হইলেও তথাগতের প্রতি যথোপযুক্ত সৎকার করা হয় না; তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, তাঁহার পূজা করা অথবা তাঁহার আরাধনা করা হয় না।

'কিন্তু যদি কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা ধর্ম্মের মূলশাসন ও অনুশাসনানুসারে জীবন যাপন করে, বিশুদ্ধজীবন যাপন করে, অনুশাসনের অনুরূপ আচরণ করে, সেই তথাগতের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তথাগতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, তথাগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তথাগতকে উত্তমরূপে পূজা করে। অতএব হে আনন্দ, শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন কর। বিশুদ্ধ জীবন যাপন কর; অনুশাসনের অনুসারে আচরণ কর। হে আনন্দ, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।'

৭। এই সময়ে আয়ুষ্মান্ উপবান ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ উপবানের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষু, এস্থান হইতে গমন কর, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিও না।'

৮। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, 'এই আয়ুষ্মান্ উপবান বহুকাল হইতে ভগবানের সেবক, ছায়ার ন্যায় অনুগামী, অথচ ভগবান্ অন্তিম কালে আয়ুষ্মান্ উপবানের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন "সরিয়া যাও, ভিক্ষু, তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিও না।" কিসের জন্য, কি কারণে ভগবান্ আয়ুষ্মান্ উপবানের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে ভিক্ষু, সরিয়া যাও, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিও না।'

৯। অনন্তর, আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন, 'হে ভগবন্, এই আয়ুষ্মান্ উপবান বহুকাল হইতে ভগবানের সেবক, ছায়ার ন্যায় অনুগামী, অথচ ভগবান্ আয়ুষ্মান্

উপবানের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, সরিয়া যাও ভিক্ষু, তুমি আমার সমুখে দণ্ডায়মান থাকিও না। কিসের জন্য, কি কারণে, ভগবান্ আয়ুষ্মান্ উপবানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন ?'

১০। 'হে আনন্দ, এই স্থানে তথাগতের দর্শনের জন্য দশ লোকের দেবতাগণ একত্র মিলিত হইয়াছে। কুশীনগরের সমীপ-বর্ত্তী মল্লদিগের শালবনের চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজনপর্য্যন্ত স্থান মধ্যে কেশাগ্রপ্রমাণ স্থানও নাই যাহা প্রতাপশালী দেবতা দ্বারা পূর্ণ হয় নাই। এই সকল দেবতাগণ উত্তেজিত হইয়া বলিতেছে, "আমরা বহুদুর হইতে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। বহুকালের পরে কদাচিৎ তথাগতগণ আগমন করেন। এই সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ অদ্যই রাত্রির শেষযামে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। এই ক্ষমতাশালী ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন—তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন—আমরা এই শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করিতে পারিতেছি না।"

১১। 'কি প্রকার দেবতাগণের বিষয় তথাগত এরূপ ভাবিতেছেন ?

১২। 'হে আনন্দ, আকাশে এরূপ দেবতাসকল আছে যাহারা পার্থিবভাবাপন্ন, তাহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া দক্ষিণে বামে লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে ও বলিতেছে, "অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন—অতি শীঘ্র সুগত সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবেন। অতি শীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্দ্ধান হইবেন।"

১৩। 'হে আনন্দ, পৃথিবীতেও এরূপ দেবতাসকল আছে

যাহারা পার্থিবভাবাপন্ন। তাহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া দক্ষিণে বামে লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, কারণ অতি শীঘ্র তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন। অতি শীঘ্র সুগত সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবেন! অতি শীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইবেন।'

১৪। 'কিন্তু বীতরাগ (অনাসক্ত) দেবতাগণ স্মৃতিমান্ এবং সম্প্রজ্ঞাত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে (কারণ তাহাদিগের সেই কথা মনে আছে যে) সংযোগে যত বস্তুর উৎপত্তি হয় সে সমস্তই অনিত্য অতএব বস্তু চিরস্থায়ী হওয়া অসম্ভব। (সকল সংস্কারই অনিত্য।)

১৫। "হে ভগবন্, ইতিপূর্ব্বে মহানুভব ভিক্ষুগণ নানা স্থানে বর্ষ (চাতুর্মাস্য) যাপন করিয়া বর্ষান্তে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাহাদিগকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতাম। সেই মহানুভব ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ করিতাম; তাঁহারা ভগবানের বাণী শ্রবণ করিতেন এবং ভগবান্‌কে প্রণাম বন্দনাদি করিতেন। অতঃপর ভগবানের মৃত্যুর পর সেই সকল মহানুভব ভিক্ষুগণ আর ভগবানের বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে প্রণাম বন্দনাদি করিতে আসিবেন না, আমরাও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পাইব না।"

১৬। 'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির ভক্তির সহিত চারিটি স্থান দর্শন করা কর্ত্তব্য। সে চারিটি স্থান কি কি?

১৭। 'যে স্থানে যাইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বলিতে পারে 'এই স্থানে তথাগত জন্মিয়াছিলেন' সেই স্থান শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দর্শন করিবে ও সেই স্থানকে ভক্তি করিবে।

১৮। 'যে স্থানে শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসী বলিতে পারে 'এই স্থানে তথাগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্যক্‌সম্বোধি লাভ কবিয়াছিলেন," সেই স্থান শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দর্শন করিবে ও সেই স্থানকে ভক্তি করিবে।

১৯। 'যে স্থানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বলিতে পাবেন "এই স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল" (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল) সেই স্থান শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দর্শন করিবে ও সেই স্থানকে ভক্তি কবিবে।

২০। 'যে স্থানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বলিতে পারে "এই স্থানে তথাগত পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাবিহীন শেষবার নির্ব্বাপিত হইয়াছেন," শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সেই স্থান দর্শন করিবে এবং সেই স্থানের প্রতি ভক্তি করিবে।

'হে আনন্দ, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই চারি স্থান দর্শন করিবে এবং তাহাদিগের প্রতি ভক্তি করিবে।

২১। 'হে আনন্দ,'এই সকল স্থানে শ্রদ্ধাবান্ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ আগমন করিবে, এবং বলিবে 'এই স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," বা "এই স্থানে তথাগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্যক্‌সম্বোধি,লাভ কবিয়াছিলেন," অথবা বলিবে "এই স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রথম প্রদান কবিয়াছিলেন' কিংবা "এই স্থানে তথাগত পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাহীন শেষবাব মবিয়াছিলেন।"

২২। 'হে আনন্দ, যদি কোন ব্যক্তি এই সকল স্থানেব প্রতি ভক্তিমান ও দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইযা ভ্রমণকালে মবিযা যায়, তাহা হইলে এই দেহের পর স্বর্গলোকে সুখের অবস্থায় জন্ম লাভ করিবে।'

২৩। 'হে ভগবন্, আমরা স্ত্রীজাতির (মাতৃগ্রাম—মাতৃজাতির)

সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব ? 'হে আনন্দ, অদর্শন (কর্ত্তব্য)' 'হে ভগবন্, দর্শন হইলে কিরূপ ব্যবহার করিব ?'" 'হে আনন্দ, অনালাপ (কর্ত্তব্য)।' 'হে ভগবান্, তাহারা আলাপ করিলে কিরূপ ব্যবহার করিব ?' 'হে আনন্দ, সম্পূর্ণ স্মৃতিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিবে।'

২৪। 'হে ভগবন্, আমরা তথাগতের (আপনার) শরীর পূজা (সংকার) কিরূপে করিব ?'

'হে আনন্দ, সে বিষযে তুমি চিন্তান্বিত হইও না। তথাগতের শরীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত হইও না। স্বীয় মঙ্গলের জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ হও। স্বীয় মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপ নিযুক্ত হও। স্বীয় মঙ্গলের জন্য সদাব্যগ্র ও উৎসাহী হইয়া সাধনে নিযুক্ত হইয়া বিচরণ কর। বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি (বৈশ্য) গণ আছে তাহারা তথাগতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত, তাহারা তথাগতের শরীরের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে।'

২৫। 'হে ভগবন্, তথাগতের শরীরপূজা কিরূপে করা হইবে ?'

'হে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর মৃতদেহের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তথাগতের শরীরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে।'

'হে ভগবন্, রাজচক্রবর্ত্তীর মৃতদেহের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ?'

২৬। 'হে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর মৃতদেহকে নূতন অব্যবহৃত বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করে, নূতন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া তৎপর সুধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করে এইরূপে পঞ্চশত বার উভয়

বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে। তৎপর লৌহ তৈলাধারে তাহা স্থাপন করে ও অপর লৌহ তৈলাধার দ্বারা তাহা আবৃত করে এবং সকল প্রকার গন্ধসামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করিবে। এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তীর শরীর দগ্ধ করিবে। চারি প্রধান পথের মিলন-স্থানে রাজচক্রবর্ত্তীর স্তূপ রচনা করিবে। হে আনন্দ, এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তীর মৃতদেহের সৎকার করা হইয়া থাকে।'

'হে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর মৃতদেহ যেরূপ সৎকার করা হইয়া থাকে, তথাগতের শরীরের সৎকার সেইরূপ হয়, চারিটি প্রধান পথের মিলনস্থলে তথাগতের স্তূপ রচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা সেই স্থানে মাল্য, গন্ধ, অথবা চূর্ণ অর্পণ করিবে, প্রণাম করিবে অথবা চিত্তকে শান্ত ও প্রসন্ন করিবে সেই কার্য্য তাহা-দিগের বহুকালের জন্য হিতকর ও সুখকর হইবে।'

২৭। 'হে আনন্দ, চারি ব্যক্তি স্তূপ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কোন্ কোন্ ব্যক্তি? সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগত স্তূপ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। (দ্বিতীয়) প্রত্যেকবুদ্ধ (যে বুদ্ধ সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছেন কিন্তু জগতে প্রচার করেন নাই।) স্তূপ পাই-বার উপযুক্ত। (তৃতীয়) তথাগতের শ্রাবক অর্থাৎ উপযুক্ত শিষ্য স্তূপ পাইবার যোগ্য এবং (চতুর্থ) রাজচক্রবর্ত্তী স্তূপ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

২৮। 'হে আনন্দ, সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগত স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত, ইহার সার্থকতা কি? হে আনন্দ, ইহা সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগতের স্তূপ' এই চিন্তায় বহুজনের চিত্ত প্রসন্ন ও শান্ত হইবে। এই স্থান হইতে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া দেহত্যাগে স্বর্গলোকে সুখের অবস্থায় জন্ম লাভ

করিবে। এই জন্য, হে আনন্দ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগত স্তূপ দ্বারা গৌরবান্বিত হইবার উপযুক্ত।

২৯। 'হে আনন্দ, প্রত্যেকবুদ্ধ (যিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন কিন্তু প্রচার করেন নাই) স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। ইহার সার্থকতা কি?

'হে আনন্দ, ইহা সেই প্রত্যেকবুদ্ধের স্তূপ এই চিন্তা দ্বারা বহুলোকের চিত্ত প্রসন্ন ও শান্ত হইতে পারে। এই স্থান হইতে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া দেহত্যাগের পর তাহারা স্বর্গলোকে সুখের অবস্থায় জন্ম লাভ করিবে।

'এই জন্য, হে আনন্দ, প্রত্যেক বুদ্ধ স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত।

৩০। 'হে আনন্দ, ইহা সেই তথাগতের শ্রাবক শিষ্য (অর্থাৎ উপযুক্ত অনুগ) স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবাব উপযুক্ত ইহার স্বার্থকতা কি?

হে আনন্দ, ইহা সেই তথাগতের শ্রাবকশিষ্যের স্তূপ এই চিন্তা দ্বারা বহু জনের চিত্ত প্রসন্ন ও শান্ত হইতে পারে। ঐ স্থান হইতে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া দেহত্যাগের পর তাহারা স্বর্গলোকে সুখের অবস্থায় জন্মলাভ করিবে।

এই জন্য, হে আনন্দ, তথাগতের শ্রাবক শিষ্য স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত।

৩১। 'হে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তী স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত, ইহার স্বর্থকতা কি?

'হে আনন্দ, হে ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজের স্তূপ এই চিন্তা দ্বারা বহু জনের চিত্ত প্রসন্ন ও শান্ত হইতে পারে। এই স্থান হইতে চিত্তের

প্রসন্নতা লাভ করিয়া দেহত্যাগের পর তাহারা স্বর্গলোকে সুখের অবস্থায় জন্মলাভ করিবে।

এই জন্য, হে আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তী স্তূপদ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত।

হে আনন্দ, এইচারি ব্যক্তি স্তূপ দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত।

৩২। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ঐ বিহারের অভ্যন্তরে গমন করিলেন এবং প্রাচীরাগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া রোদনকরিতে লাগিলেন :—আমি এখনও শিক্ষার্থী রহিয়াছি, আমার স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। যে শাস্তা আমার প্রতি দয়া করিবেন তিনি নির্ব্বানিত হইতেছেন।

৩৩। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ কোথায় আছেন?' তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্, আয়ুষ্মান্ আনন্দ এই বিহারে প্রবেশ করিয়া একটি প্রাচিরের অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া রোদন করিতেছেন :—আমি এখনও শিক্ষার্থী রহিয়াছি, আমার স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। যে শাস্তা আমার প্রতি দয়া করেন তিনি নির্ব্বাপিত হইতেছেন।

৩৪। অনন্তর ভগবান্ এক জন ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন 'হে ভিক্ষু, আমার বাক্য জানাইয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে আহ্বান কর, যাইয়া বল "হে আনন্দ, ভগবান্ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন'।"

অনন্তর সেই ভিক্ষু, ভগবানের সেই বাক্যে 'যে আজ্ঞা বলিয়া

সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং আনন্দের নিকট যাইয়া বলিলেন 'হে ভ্রাত, ভগবান্ আপনাকে আহ্বান্ করিতেছেন।' অনন্তর আনন্দ সেই ভিক্ষুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান্ আনন্দ উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন :—'হে আনন্দ, আর শোক করিও না, আর বিলাপ করিও না। হে আনন্দ, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত করিয়াছি যে, আমরা সকল প্রিয় ও মনোরম বস্তু হইতে বিরহিত হইব, তাহাদিগের সহিত পরিত্যক্তসম্পর্ক হইব ও তাহাদিগের সহিত বিরুদ্ধসম্পর্কযুক্ত হইয়া পড়িব। যে সকল বস্তু হইয়াছে, আবির্ভূত হইয়াছে ও সংস্কারলাভ করিয়াছে, তাহারা সমস্তই যখন ক্ষণিক, তখন কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে যে এরূপ দেহধারী ব্যক্তির দেহ বিনষ্ট হইবে না। এরূপ অবস্থা হইতেই পারে না। সেইরূপ তথাগতের শরীরও লয়-প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। হে আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল তথাগতের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিয়াছ, প্রেমের সহিত আমার হিতসাধন করিতে, আমাকে সুখী করিতে তুমি ভক্তিপূর্ব্বক অসীম সেবা করিয়াছ; প্রেমের সহিত, আমার হিত-সাধন করিতে, আমাকে সুখী করিতে তুমি ভক্তিপূর্ব্বক অগণ্য কথা বলিয়াছ; আমার হিতসাধন করিতে, আমাকে সুখী করিতে তুমি ভক্তিপূর্ব্বক অসীম চিন্তা করিয়াছ। হে আনন্দ, তুমি পুণ্য কার্য্য করিয়াছ। তীব্র সাধন কর, তুমিও শীঘ্রই আস্রব (দুঃখ অর্থাৎ কাম, সংসারাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা) হইতে মুক্ত হইবে।

অনন্তর তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যে সকল সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ তথাগতগণ আসিয়াছিলেন এই আনন্দ আমার যেরূপ আজ্ঞাকারী তেমনি সেই সকল ভগবদ্‌গণের অনুগত এক এক জন আজ্ঞাকারী সেবক ছিল। ভবিষ্যৎকালে যে সকল সম্যগ্‌রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ বুদ্ধগণ আসিবেন তাঁহাদিগেরও এই আনন্দের ন্যায় আজ্ঞাকারী সেবক হইবে।

৩৭। 'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত ও মেধাবী। তথাগতকে দর্শন করিবার তাঁহার নিজের পক্ষে উপযুক্ত সময় তিনি জ্ঞাত আছেন, ভিক্ষুগণের পক্ষে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তথাগতকে দর্শন করিবার উপযুক্ত সময়, উপাসক বা উপাসিকার পক্ষে উপযুক্ত সময়, রাজা বা রাজমন্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত সময়, অপর ধর্ম্মশিক্ষক বা তাহাদিগের শিষ্যদিগের পক্ষে তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার উপযুক্ত সময় আনন্দ জ্ঞাত আছেন।

৩৮। 'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দেব চারি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য গুণ আছে। কি কি চারিটি গুণ? হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষুমণ্ডলী আনন্দকে দর্শন করিতে আগমন করে তাহা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহারা প্রীত হয়; তৎপর যদি আনন্দ তাহাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন তাহা শ্রবণে তাহারা প্রীত হয়; যদি আনন্দ নীরবে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে তাহারা দুঃখিত হয়।

'যদি কোন ভিক্ষুণীমণ্ডলী, কিংবা উপাসকমণ্ডলী অথবা উপাসিকামণ্ডলী আনন্দকে দর্শন করিতে আগমন করে তাহা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহারা প্রীত হয়; তৎপর যদি আনন্দ তাহাদিগকে কিছু ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করেন তাহাতে তাহারা

প্রীত হয়; যদি আনন্দ নীরবে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে তাহারা দুঃখিত হয়।

৩৯। 'হে ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর এই চারি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য গুণ থাকে। কি কি চারি গুণ?

'যদি ব্রাহ্মণ, গৃহপতি বা শ্রমণমণ্ডলী রাজচক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিতে আগমন করে, তাহারা দর্শন করিয়া প্রীত হয়; তৎপর যদি রাজচক্রবর্ত্তী কিছু উক্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা প্রীত হয়, আর যদি রাজচক্রবর্ত্তী নীরবে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাহারা দুঃখিত হয়।

৪০। 'হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ আনন্দের চারি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে।

'হে ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুমণ্ডলী কিংবা ভিক্ষুণীমণ্ডলী, উপাসকমণ্ডলী কিংবা উপাসিকামণ্ডলী আনন্দকে দর্শন করিতে আগমন করে, তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীত হয়। যদি আনন্দ তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে তাহারা প্রীত হয়, কিন্তু যদি তিনি নীরবে অবস্থিতি করেন তবে তাহারা দুঃখিত হয়।

'হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য গুণ আছে।'

৪১। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণানন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবন্, আপনি এই মৃত্তিকানির্ম্মিত ও জঙ্গলপূর্ণ শাখানগরে পরিনির্ব্বাপিত হইবেন না। হে ভগবন্, অন্য অনেক মহানগর আছে যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা), কৌশাম্বী, এবং বারাণসী।

ইহার কোন স্থানে ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হউন। এ সকল স্থানে বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশয়গণ আছেন যাঁহারা তথাগতের প্রতি বিশ্বাস করেন। তাঁহারা তথাগতের শরীরের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।'

৪২। 'হে আনন্দ, এরূপ বলিও না, হে আনন্দ এরূপ বলিও না যে, এ নগর মৃত্তিকানির্ম্মিত ও জঙ্গলপূর্ণ শাখানগরমাত্র। পূর্ব্ব-কালে মহাসুদর্শননামক রাজা ছিলেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি চতুর্দ্দিক্ জয় করিয়াছিলেন; প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা ও সপ্তরত্নের অধীশ্বর ছিলেন।

৪৩। 'এই রাজা মহাসুদর্শনের এই কুশীনারানগর কুশাবতী নগর নামে রাজধানী ছিল। হে আনন্দ, এই কুশাবতী নগর পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন ছিল, উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত ছিল। হে আনন্দ, কুশাবতী এতবড় রাজধানী ছিল। বহুসংখ্যক লোক এখানে বাস করিত। অত্যন্ত জনাকীর্ণ ছিল; খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ ছিল। দেবতাদিগের অলকনন্দানামক রাজধানীর তুল্য ছিল। অলকনন্দাতে বহুলোকের বাস, যক্ষগণ সমাকীর্ণ, খাদ্য-দ্রব্যপূর্ণ। রাজধানী কুশাবতী এইরূপ নগর ছিল, বহুজনপূর্ণ, মনুষ্যসমাকীর্ণ এবং খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ ছিল।

৪৪। 'এই কুশাবতী নগর দিবারাত্র দশ শব্দে শব্দায়মান থাকিত। (দশ শব্দ কি কি?) হস্তিশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, পণবশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, তালবৃন্তের শব্দ এবং স্নান কর—পান কর—আহার কর-শব্দ।

৪৫। 'হে আনন্দ, তুমি কুশীনারে গমন কর। কুশীনারে

প্রবেশ করিয়া কুশীনারবাসী মল্লদিগকে সংবাদ দেও যে, "হে বাশিষ্টগণ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। হে বাশিষ্টগণ, প্রসন্ন হইয়া আগমন কর, হে বাশিষ্টগণ, প্রসন্ন হইয়া আগমন কর, যে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে না হয়; যে, আমাদের গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছিল অথচ আমরা শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করি নাই।'"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং চীবর পরিধান ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া অপর এক জনকে সঙ্গে লইয়া কুশীনারে প্রবেশ করিলেন।

৪৬। এই সময়ে কুশীনারবাসিগণ কোন বিশেষ দেবকার্য্যার্থে মন্ত্রসভাগৃহে সম্মিলিত হইয়াছিল।

অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ, কুশীনারবাসিগণের মন্ত্রণাসভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া মল্লগণকে সংবাদ দিলেন;—'হে বাশিষ্টগণ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। হে বাশিষ্টগণ, আগমন কর, হে বাশিষ্টগণ, আগমন কর যে, শেষে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছিল অথচ আমরা তথাগতকে শেষ সময়ে দর্শন করিতে পারি নাই।'

৪৭। আয়ুষ্মান্ আনন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লগণ ও মল্লযুবকগণ, মল্লবধূ ও কন্যাগণ ক্লিষ্ট, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, কেহ বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল, কেহ কেহ

ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া দক্ষিণে বামে লুটাইয়া ক্রন্দন করিয়াছিল ও বলিতে ছিল—'অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইবেন, অতি শীঘ্র সুগত সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবেন, অতি শীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইবেন।'

৪৮। অনন্তর মল্লযুবকগণ, মল্লকন্যা ও মল্লবধূগণ সহ মল্লগণ, ক্লিষ্ট, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া মল্লদিগের শালবন উপবর্ত্তনে গমন করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল।

৪৯। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ চিন্তা করিলেন যে 'যদি কুশীনারের মল্লদিগকে এক একজন করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিতে বলি, তাহা হইলে সকল মল্লগণ ভগবান্কে বন্দনা না করিতেই এই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। অতএব আমি কুশীনারের মল্লদিগেব এক এক পরিবারকে একত্র কারয়া এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইব এবং বলিব, হে ভগবান্ এই ব্যক্তি অমুক নাম মল্ল, তাহাব পুত্রগণ, ভার্য্যাগণ, অনুচর (বা সহচর) গণ ও বন্ধুগণ সহ ভগবানের পাদে মস্তক রক্ষা করিয়া বন্দনা করিতেছে।

৫০। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ কুশীনারেব মল্লদিগের এক এক পরিবারকে একত্র করিয়া এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইলেন। এক এক পরিবারের কথা বলিলেন, এই ব্যক্তি অমুক নাম মল্ল, তাহার পুত্রগণ, ভার্য্যাগণ, অনুচরগণও বন্ধুগণ সহ ভগবানের পদে মস্তক রক্ষা করিয়া বন্দনা করিতেছে।

৫১। এই উপায়ে আয়ুষ্মান্ আনন্দ রাত্রির প্রথম যামে কুশীনারের মল্লদিগের দ্বারা ভগবানের বন্দনা করা শেষ করিয়াছিলেন।

৫২। এই সময়ে সুভদ্রনামক পরিব্রাজক কুশীনারে বাস করিত। সে শ্রবণ করিয়াছিল যে সেই রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্ব্বাণ হইবে।

৫৩। তখন সেই পরিব্রাজক সুভদ্রের মনে এই চিন্তা হইল যে আমি প্রাচীন ও বৃদ্ধ পরিব্রাজক আচার্য্য ও শিক্ষার্থিগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে কচিৎ কোন কালে সম্যগ্রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগতগণ জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্ব্বাণ হইবে, আমার মনে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; আমার শ্রমণ গৌতমের প্রতি এত দূর বিশ্বাস আছে যে এই শ্রমণ সেই ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র যে ধর্ম্ম পাইলে আমার এই সংশয় চলিয়া যাইবে।'

৫৪। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র মল্লদিগের শালবন উপবর্ত্তনে (ব্যায়ামক্ষেত্রে) যাইয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল।

৫৫। তথায় উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমি বৃদ্ধ ও শ্রীহীন পরিব্রাজক, ধর্ম্মশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কচিৎ কোন কালে 'সম্যগ্রূপে সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগত জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের পরিনির্ব্বাণ হইবে। আমার মনে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমার এতদূর বিশ্বাস আছে শ্রমণ গৌতম যে ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন তাহা লাভ করিলে আমার এই সংশয় চলিয়া যাইবে। এই জন্য আমি গৌতমের দর্শন লাভ করিবার যোগ্য প্রার্থী।'

৫৬। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ পরিব্রাজক

সুভদ্রকে বলিলেন, 'আর নয়, সুভদ্র, তথাগতকে আর কষ্ট দিও না। ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন।'

৫৭। (দ্বিতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র সেইরূপ ইচ্ছা জানাইল ও দ্বিতীয় বার আয়ুষ্মান্ আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন, তৃতীয়বার পরিব্রাজক সুভদ্র সেইরূপ প্রার্থনা করিল এবং তৃতীয়বার আয়ুষ্মান্ আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন।)

৫৮। ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দ ও পরিব্রাজক সুভদ্রের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে আনন্দ, আর নয়। পরিব্রাজক সুভদ্রকে আর আমার নিকট আসিতে বারণ করিও না। হে আনন্দ, সুভদ্র তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারে। সুভদ্র আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবে তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিবে, আমাকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে করিবে না এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি যাহা বুঝাইয়া দিব তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে।'

৫৯। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ সুভদ্র পরিব্রাজককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে সুভদ্র, এখন তুমি নিকটে যাও, ভগবান্ তোমাকে যাইতে অনুমতি দিতেছেন।'

৬০। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক অভিবাদন করিল, ভগবানও প্রতিনমস্কার করিলেন ; তখন সুভদ্র এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল :—হে গৌতম, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষক, অগ্রগণ্য ব্যক্তি, বহুসংখ্যকের আচার্য্য, যশস্বী,

(তীর্থকর), শাস্ত্রকার, বহুজন কর্ত্তৃক সাধু বলিয়া সমাদৃত যথা, পূরণকাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিতকেশকম্বলী, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয়বেলাস্থিপুত্র ও নিগ্রন্থ নাথপুত্র—ইহারা সকলে কি জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হইয়াছেন, কিংবা ইহারা সকলেই কি সে বিষয় জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হন নাই, অথবা ইহাদেব কোন কোন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন এবং কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হন নাই ?'

৬১। 'ক্ষান্ত হও, সুভদ্র, এবিষয় ত্যাগ কর যে, তাহাদিগের আদর্শ অনুসারে তাহারা সকলে জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হইয়াছে কিংবা ইহারা সকলেই কি সে বিষয় জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হয় নাই, অথবা ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হইয়াছে বা কেহ কেহ জ্ঞাত হইতে সুক্ষম হয় নাই।

'হে সুভদ্র, আমি তোমাকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছি। উত্তম রূপে শ্রবণ কর, মনোযোগ দেও, আমি বলিতেছি।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের বাক্যে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিল।

৬২। 'ভগবান্ বলিলেন, "হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে ও বিনয়ে আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না (অর্থাৎ নাই,) তাহাতে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর অথবা চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্ম ও বিনয়ে আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গের উপলব্ধি হয় তাহাতে পবিত্র শ্রমণ ধর্ম্মজীবন, দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ ধর্ম্মজীবন, তৃতীয় শ্রেণীর উচ্চ ধর্ম্মজীবন ও চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মে ও ধর্ম্ম-

বিনয় প্রণালীতে আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) অষ্টাঙ্গমার্গ দৃষ্ট হয়, এ ধর্ম্মে পবিত্র শ্রমণধর্ম্মজীবন দৃষ্ট হয়, ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পবিত্র ধর্ম্মজীবন, তৃতীয় শ্রেণীর পবিত্র ধর্ম্মজীবন ও চতুর্থ শ্রেণীর পবিত্র ধর্ম্মজীবন দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জনশ্রুতিমূলক ধর্ম্মসকল শূন্যগর্ভ, তাহা শ্রমণ-শূন্য। হে সুভদ্র, এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ সম্যক্ * জীবন যাপন করিয়া বিহার করুন যে পৃথিবী অর্হদ্বিহীন না হয়।

উনত্রিংশ বর্ষ যবে বয়স আমার,
মঙ্গল সন্ধানে ত্যজি ভবন, সুভদ্র,
একাধিক পঞ্চাশৎ বৎসর ব্যাপিত
প্রব্রজিত হয়ে আমি চলিনু জীবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম প্রদেশেতে করি বিচরণ।

যাঁহারা ইহার অনুবর্ত্তী নহেন তাঁহারা শ্রমণ নহেন। ইহাতে পবিত্র শ্রমণ ধর্ম্মজীবন দৃষ্ট হয়, ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্ম্মজীবন দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জন-শ্রুতি মূলক ধর্ম্মসকল শূন্যগর্ভ, সে সকল ধর্ম্ম শ্রমণ শূন্য (পবিত্রধর্ম্ম-জীবন শূন্য।) হে সুভদ্র, এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ সম্যগ্‌ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া বিহার করুন যে, পৃথিবী অর্হদ্বিহীন না হয়।

৬৭। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এই বলিলেন ;—'হে ভগবন্, আপনার উক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, হে ভগবন্, আপনার উক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট! যেন অধো-মুখে পতিত বস্তুকে উর্দ্ধমুখে তুলিয়া দেওয়া হইল ; অথবা যেন আচ্ছাদিত বস্তুকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেন মূঢ়

---

* সম্যক জীবনের—অর্থ অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসারে সম্যক্ ধর্ম্মজীবন যাপন করা।

(বিপথগামী) ব্যক্তির নিকট সত্যপথ প্রদর্শন করা হইল, যেন অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ আনয়ন করা হইল। যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ বস্তুর রূপ দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ তথাগত বহু প্রকারে আমার নিকট সত্যপ্রকাশ করিয়াছেন। আমি, এই আমি, ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করি এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করি। ভগবান্ আমাকে উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। অদ্য হইতে ভগবানের শরণাপন্ন থাকিব।'

৬৪। 'হে সুভদ্র, যে ব্যক্তি অন্য কোন ধর্ম্মমত হইতে এই ধর্ম্ম ও বিনয় গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অথবা উপসম্পদ্ গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার চারি মাস কাল শিক্ষাধীন হইয়া বাস করিতে হয়। এই চারি মাস অন্ত হইলে, সেই জিতচিত্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদ্ দান করিবেন। ভিক্ষু হইবার উপযুক্ততা বিষয়ে এক ব্যক্তিতে ও অপর ব্যক্তিতে অনেক প্রভেদ আছে তাহা আমি জ্ঞাত আছি।'

৬৫। 'হে ভগবন্, যদি যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ধর্ম্ম হইতে আসিয়া এই ধর্ম্ম ও বিনয় গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, যদি প্রব্রজ্যা বা উপাসম্পদ গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার চারি মাস কাল শিক্ষাধীন হইয়া বাস করিতে হয়। যদি এই চারি মাস অন্ত হইলে জিতচিত্ত ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদ্ প্রদান করেন; তবে আমি চারি বর্ষ কাল শিক্ষাধীন হইয়া অবস্থিতি করিব এবং চারিবর্ষের অন্তে জিতচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদ প্রদান করিয়া ভিক্ষু করিবেন।

৬৬। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।'

আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৬৭। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র আয়ুষ্মান্ আনন্দকে বলিল, 'হে আয়ুষ্মান্ আনন্দ, আপনাদিগের অত্যন্ত লাভ, আপনাদিগের মহাসৌভাগ্য যে আপনারা এরূপ শাস্তার সম্মুখে তাঁহার নিকট হইতে অভিষেক লাভ করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছেন।'

৬৮। অনন্তর পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট হইতে প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন, তাঁহার নিকট উপসম্পদ লাভ করিলেন। উপসম্পদ্ লাভ করিবার পর হইতেই আয়ুষ্মান্ সুভদ্র একাকী, পৃথক্, অপ্রমত্ত, উৎসাহশাল ব্যাকুল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মনুষ্যগণ যে অভিপ্রায়ে সর্ব্বস্ব ও গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রবজ্যা গ্রহণ করে, আয়ুষ্মান্ সুভদ্র অচিরে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলেন। সে ধর্ম্ম তাঁহার নিকট স্বচ্ছ হইয়াছিল; তিনি উপসম্পদ লাভ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার পুনর্জন্মের সম্ভাবনা চলিয়া গিয়াছিল, ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতরূপ আচরণ করা সুসম্পন্ন হইয়াছিল; যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা কৃত হইয়াছিল। তিনি জানিয়াছিলেন যে, এই জন্মের পরে আর তাঁহার জন্ম নাই।

৬৯। অনন্তর আয়ুষ্মান্ সুভদ্র অর্হৎ হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য হইয়াছিলেন।

হিরণ্যবতী নামক পঞ্চম সূক্ত সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। অনন্তর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আনন্দ, তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হইতে পারে যে "আমাদিগের শাস্তা গত হইয়াছেন, প্রবচন শেষ হইয়াছে; আমাদিগের আর শাস্তা নাই।" কিন্তু হে আনন্দ, তোমরা এরূপ মনে করিবে না। হে আনন্দ, আমি ধর্ম্মবিধি এবং সাধনবিধি উপদেশ করিয়াছি, এবং সকলের নিকট বর্ণন করিয়াছি, আমার চলিয়া যাইবার পর সেইগুলিই তোমাদিগের শাস্তা হইবে।

২। 'হে আনন্দ, এ পর্য্যন্ত এক ভিক্ষু অপর ভিক্ষুকে আবুসো (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। আমার চলিয়া যাইবার পর সেরূপ আচরণ উচিত হইবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষুকে নাম ধরিয়া, কিংবা গোত্রের নাম লইয়া অথবা আবুসো বলিয়া সম্বোধন করিবে। নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে ভন্তে বা আয়ুষ্মান্ বলিয়া সম্বোধন করিবে।

৩। 'হে আনন্দ, ভিক্ষুসঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে আমার গমনের পর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ (বিধি) সকল পরিত্যাগ করিতে পারে।

৪। 'হে আনন্দ, আমার গমনের পর ছন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড (মহাদণ্ড) দান করা কর্ত্তব্য।' 'হে ভগবন্, ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে?' 'ভিক্ষু ছন্ন যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক না কেন, কোন ভিক্ষু তাহার সহিত কথা বলিবে না বা তাহাকে উপদেশ বা পরামর্শ দিবে না।'

৫। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের একজনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, মার্গ, বা প্রতিপদ (পথ) বিষয়ে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে না হয়, যে আমাদিগের শাস্তা আমাদিগের সম্মুখে ছিলেন অথচ আমি স্বয়ং ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূর করি নাই।'

ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভিক্ষুগণ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিলেন।

৬। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এক জনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, মার্গ অথবা পথ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে তোমাদিগকে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে না হয় যে আমাদিগের শাস্তা আমাদিগের সম্মুখে ছিলেন অথচ আমি স্বয়ং ভগবানের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূর করি নাই।' তৃতীয় বার এ কথা শ্রবণ করিয়াও ভিক্ষুগণ নীরব থাকিলেন।

৭। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষু সংঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, হয়ত তোমরা তোমাদের শাস্তার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ কিছু বলিতেছ না, তাহা হইলে একজন অপর জনকে বলিয়া জানাও।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভিক্ষুগণ নীরব হইয়া রহিলেন।

৮। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবন্, কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত ব্যাপার। আমার

নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে, এই ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যে এরূপ একটি ভিক্ষুও নাই যাহার বুদ্ধ. ধর্ম্ম, সংঘ, মার্গ অথবা পথ বিষয়েকিছু সন্দেহ বা দ্বিধা আছে।'

৯। 'হে আনন্দ, তুমি তোমাব বিশ্বাসেব কথা বলিতেছ। আমিও জ্ঞাত আছি যে, এই ভিক্ষুসঙ্ঘমধ্যে এরূপ একটি ভিক্ষুও নাই যাহার বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, মার্গ অথবা পথ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা আছে। হে আনন্দ, এই পঞ্চ শত ভিক্ষুমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিও স্রোতসাপন্ন (পরিত্রাণের স্রোতে পতিত), তাহারা দুঃখপূর্ণজন্মের অতীত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের সম্বোধি লাভ নিশ্চয় হইয়াছে।'

১০। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষু সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি, সকল যৌগিক বস্তু ক্ষয়শীল, একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন সম্পাদন কব।'

এই বাক্য তথাগতেব শেষ বাক্য।

১১। অনন্তব ভগবান্ প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করিলেন ; অনন্তর প্রথম ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ করিলেন ; পবে দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় ধ্যানে প্রবেশ করিলেন ; তৎপব তৃতীয় ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ কবিলেন, চতুর্থ ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আকাশবৎ অনন্তায়তনে প্রবেশ কবিলেন, এই অনন্ত আয়তন হইতে বিজ্ঞান আয়তনে উপস্থিত হইলেন। তৎপর বিজ্ঞান আয়তন অতিক্রম করিয়া শূন্যায়তনে উপস্থিত হইলেন। শূন্যায়তন অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, তৎপর সংজ্ঞা ও

অসংজ্ঞার অতীত অবস্থা হইতে সংজ্ঞাহীন ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন অবস্থাতে প্রবেশ করিলেন।

১২। তখন আয়ুষ্মান্ আনন্দ আয়ুষ্মান্ অনিরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে অনুরুদ্ধ মহাশয়, ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন।' আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ বলিলেন, 'হে বন্ধু আনন্দ, ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হন নাই, সংজ্ঞাহীন ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন অবস্থাতে প্রবেশ করিয়াছেন।'

১৩। অনন্তর ভগবান্ সংজ্ঞাহীন ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন অবস্থা হইতে সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। তৎপর সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থা হইতে শূন্যায়তনে উপস্থিত হইলেন। তৎপর শূন্যায়তন অবস্থা হইতে বিজ্ঞান আয়তন অবস্থাতে প্রবেশ করিলেন। তৎপর বিজ্ঞান আয়তন অবস্থা হইতে আকাশবৎ অনন্ত আয়তনে প্রবেশ করিলেন। তৎপর আকাশবৎ অনন্ত আয়তন হইতে ধ্যানের চতুর্থ অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। পরে ধ্যানের চতুর্থ অবস্থা হইতে ধ্যানের তৃতীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, পরে ধ্যানের তৃতীয় অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিলেন এবং ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থা হইতে প্রথম অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। তৎপর প্রথম ধ্যান অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ করিলেন; দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ধ্যানে প্রবেশ করিলেন, তৃতীয় ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করিলেন এই চতুর্থ ধ্যানে অবস্থিতি কালে ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন।

১৪। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের সময় মহাভূমিকম্প হইয়াছিল, অতি ভীষণ ও লোমহর্ষণ বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ হইয়াছিল।

১৫। ভগবানের পরিনির্ব্বাণকালে ব্রহ্মা সহম্পতি এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব জীব নিশ্চিতই করিবেক ত্যাগ
যৌগিক এ দেহ সব, সর্ব্ব লোকবাসী ;
যথা এতাদৃশ গুরু লোকে অপ্রতিম,
তথাগত, মহাবল, সম্যক্ সম্বুদ্ধ
এই হইলেন পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত।

১৬। ভগবানের পরিনির্ব্বাণ কালে দেবতাদিগের ইন্দ্র শক্র এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সকল গঠিত বস্তু নিতান্ত অনিত্য
উৎপাদন বিনাশের সদাই অধীন।
উৎপাদিত হয় পুনঃ প্রাপ্ত হয় নাশ ;
ইহার বিরামে হয় একমাত্র সুখ।

১৭। ভগবানের পরিনির্ব্বাণ কালে আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ এই গাথা সকল উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

কামনা-বাসনা-মুক্ত সেই মহাজন
নির্ব্বাণের স্থিতচিত্তে নিত্য অবস্থিত ;
সম্পূর্ণ বার্দ্ধক্য লভি সেই মহামুনি
অক্লেশেতে কাল প্রাপ্ত হইলেন তবে।
সুদৃঢ় চিত্তেতে জয়ি মৃত্যু-বেদনাকে
প্রদীপের ন্যায় তিনি গেলেন নিবিয়া ;
চিত্তের বন্ধন হ'তে হ'লেন নির্ম্মুক্ত।

১৮। ভগবানের পরিনির্ব্বাণকালে আয়ুষ্মান্ আনন্দ এই গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

হইল মহান্, অহো, ভীষণ ব্যাপার,
হইল তখন লোমহর্ষণ ঘটন,
সেই সর্ব্বগুণাধার সম্বুদ্ধ যখন
সম্পূর্ণরূপেতে হন পরিনির্ব্বাপিত।

১৯। ভগবানের মৃত্যু হইলে যে সকল ভিক্ষু সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের আসক্তি দূর হয় নাই তাহারা বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইতেছিল, দক্ষিণে ও বামে লুণ্ঠন করিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তাহারা বলিতেছিল 'অতিশীঘ্র ভগবান্ মরিয়া গেলেন। অতিশীঘ্র সুগত নির্ব্বাপিত হইলেন। অতিশীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ (অনাসক্ত) ছিলেন, তাঁহারা স্মৃতিমান্ হইয়া (স্মৃতিকে উপস্থিত রাখিয়া) সম্প্রজ্ঞাত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কারণ সকল যৌগিক (অবয়বযুক্ত) বস্তু অনিত্য, দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, এরূপ অবস্থা অসম্ভব।

২০। অনন্তর আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে বন্ধুগণ, আর শোক করিও না। আর দুঃখ প্রকাশ করিও না। কারণ ভগবান্ এ বিষয়ে পূর্ব্বেই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন যে সমস্ত প্রিয় ও মনোরম ব্যক্তি সকল হইতে আমরা পৃথক্ হইব, পরিত্যক্ত সম্পর্কযুক্ত হইব এবং দূর হইয়া পড়িব। সেরূপ অবস্থা কখন সম্ভব নহে যে ইহার অন্যথা হইবে। যাহার জন্ম আছে, অস্তিত্বে স্থিতি আছে, শরীর ধারণ করা আছে, তাহাই কালধর্ম্মের (মৃত্যুর) অধীন। ইহার বিরুদ্ধ হওয়া কখনও সম্ভব নহে। হে বন্ধুগণ, এজন্য দেবতাগণও আমাদিগকে তিরস্কার করিবে।'

'হে অনুরুদ্ধ মহাশয়, আপনি কিরূপ দেবতাগণের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।'

২১। 'হে বন্ধু আনন্দ, আকাশে সাংসারিক ভাবাপন্ন দেবতাগণ আছে, তাহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ও বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছে ও দক্ষিণে ও বামে লুণ্ঠিত হইতেছে; তাহারা বলিতেছে অতিশীঘ্র ভগবান্ মরিলেন, অতিশীঘ্র সুগত নির্ব্বাপিত হইলেন, অতি শীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীতেও সাংসারিক ভাবাপন্ন দেবতাগণ আছে যাহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ও বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছে, ও দক্ষিণে ও বামে লুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা বলিতেছে, অতিশীঘ্র ভগবান্ মরিলেন, অতি শীঘ্র সুগত নির্ব্বাপিত হইলেন, অতিশীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলেন।'

"কিন্তু হে আনন্দ, যে সকল দেবতাগণ বীতরাগ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিহীন) তাঁহারা স্মৃতিমান্ হইয়া (স্মৃতিকে উপস্থিত রাখিয়া) সম্প্রজ্ঞাত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন কারণ সকল যৌগিক, (অবয়বযুক্ত) বস্তু অনিত্য; দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না ইহা অসম্ভব।'

২২। অনন্তর আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ ও আয়ুষ্মান্ আনন্দ অবশিষ্ট রাত্রিকাল ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বন্ধু আনন্দ, তুমি কুশীনারে গমণ কর। কুশীনারে প্রবেশ করিয়া মল্লগণকে সংবাদ দেও যে, হে বাশিষ্টগণ ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন, এখন তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর

তাহা কর।’ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পূর্ব্বাহ্ণে বেশ পরিধান করিয়া চীবর ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ও দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া কুশীনারে প্রবেশ করিলেন।

২৩। এই সময়ে কুশীনারের মল্লগণ এই বিষয়ের জন্য মন্ত্রণা-সভাগৃহে সমবেত হইয়াছিল। অনন্তর আয়ুষ্মান্ আনন্দ মল্লগণের মন্ত্রণাসভাগৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া অবগত করিলেন ‘হে বাশিষ্টগণ, ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন। এখন তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর তাহা কর।’

২৪। আয়ুষ্মান্ আনন্দের নিকট এই সংবাদ পাইয়া মল্লগণ ও মল্ল যুবক, বধূ ও কন্যাগণ ক্লিষ্ট, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া, কেহ বা বাহু প্রসারণ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। কেহ বা ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া দক্ষিণে ও বামে লুঠাইতেছিল ও বলিতেছিল অতিশীঘ্র ভগবান্ পরিনির্ব্বাপিত হইলেন, অতিশীঘ্র সুগত সম্পূর্ণরূপে শেষ হইলেন, অতি শীঘ্র লোকচক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

২৫। অনন্তর কুশীনারের মল্লগণ কুশীনারের সমস্ত গন্ধমাল্য ও বাদ্যযন্ত্র একত্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিল।

২৬। অনন্তর কুশীনারের মল্লগণ গন্ধমাল্য এবং সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এবং পাঁচ শত জোড়া বস্ত্র লইয়া মল্লদিগের শালবনের উপবর্ত্তনে, (ব্যায়ামক্ষেত্রে) তথাগতের দেহের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা এবং মাল্য ও চন্দন দ্বারা ভগবানের শরীরের প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা, ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিল এবং বস্ত্রদ্বারা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত

করিল ও মাল্য সকল লম্বমান করিয়া তাহা সজ্জিত করিল। এইরূপে সেই দিন অতিবাহিত হইল।

২৭। অনন্তর কুশিনারার মল্লগণ চিন্তা করিল, 'ভগবানের শরীর দাহ করিবার পক্ষে অদ্য অত্যন্ত অপরাহ্ণ হইয়াছে। আগামী কল্য ভগবানের শরীর দাহ করিব।' অনন্তর কুশীনারের মল্লগণ গন্ধ ও মাল্য দান করিয়া, ও সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাদন করিয়া এবং নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের শরীরের প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিল এবং বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিল ও মাল্য সকল লম্বমান করিয়া তাহা সজ্জিত করিল, এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনও অতিবাহিত হইল।

২৮। অনন্তর সপ্তম দিবসে কুশীনারার মল্লগণ চিন্তা করিল, 'আমরা গন্ধ ও মাল্য দান করিয়া ও সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাদন এবং নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের শরীর প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিয়া নগরের বাহিরে বাহিরে দক্ষিণভাগ দিয়া বহন করিয়া লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব।'

২৯। এই সময় মল্লদিগের আট জন প্রধান লোক মস্তক ধৌত করিয়া ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া বলিল 'আমরা ভগবানের মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইব।' কিন্তু তাহারা দেহ তুলিতে পারিল না।

৩০। অনন্তর কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'হে অনুরুদ্ধ মহাশয়, কি নিমিত্ত, কি হেতু এই আট জন প্রধান মল্ল মস্তক ধৌত করিয়া ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবানের দেহ উঠাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু উঠাইতে পারিল না?'

'হে বাশিষ্টগণ, ইহার কারণ এই যে তোমাদের অভিপ্রায় একরূপ এবং দেবতাগণের অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়াছে।'

৩১। 'হে মহাশয়, দেবতাগণের অভিপ্রায় কি?' 'হে বাশিষ্ট-গণ, তোমাদের অভিপ্রায় যে তোমরা গন্ধ ও মাল্য দান করিয়া এবং সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাদন করিয়া এবং নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের শরীরের প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিয়া নগরের বাহিরে বাহিরে দক্ষিণ ভাগ দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে ও নগরের দক্ষিণে দাহ করিবে। কিন্তু দেবতাদিগের অভিপ্রায় এই যে 'আমরা স্বর্গীয় গন্ধ ও মাল্য দান, স্বর্গীয় বাদ্য বাদন ও নৃত্যগীত দ্বারা ভগবানের শরীরের প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিয়া নগরের উত্তরভাগ দিয়া বহন করিয়া উত্তর দ্বার দিয়া নগরের মধ্যভাগে আনয়ন করিয়া, পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহিরে লইয়া যাইয়া নগরের পূর্ব্বভাগস্থ মুকুট-বন্ধন নামক মল্লদিগের মন্দিরে লইয়া যাইব এবং সেই স্থানে ভগবানের শরীর দাহ করিব।'

'হে মহাশয়, দেবতাদিগের অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হউক।'

৩২। অনন্তর তৎক্ষণাৎ কুশীনারার ধূলি ও জঞ্জালপূর্ণ স্থান সকল পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মন্দার পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দেবতাগণ ও কুশীনারার মল্লগণ স্বর্গীয় ও পার্থিব গন্ধ ও মাল্য দান এবং স্বর্গীয় ও পার্থিব বাদ্যযন্ত্র বাদন, নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের শরীরের প্রতি মান্য, শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ ও প্রণাম করিয়া নগরের উত্তরভাগ দিয়া বহন করিয়া, উত্তর দ্বার দিয়া নগরের মধ্যভাগে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহিরে

৩৪। অনন্তর মল্লগণ তাহাদিগের অনুচর পুরুষগণকে কুশী-নারের সমস্ত ধুনিত কার্পাস আনয়ন করিয়া সেই স্থানে একত্র করিতে আদেশ করিল।

৩৫। অনন্তর কুশীনারবাসী মল্লগণ নূতন বস্ত্র দ্বারা ভগবানের শরীর আবেষ্টন করিল। বস্ত্রদ্বারা আবেষ্টনের পর ধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করিল। পুনরায় নূতন বস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করিয়া পুনরায় ধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করিল; এইরূপে পঞ্চশতবার দ্বিবিধ বস্তু দ্বারা ভগবানের শরীর আবেষ্টন করিল। তৎপর লৌহময় তৈলপাত্রে তাহা স্থাপন করিয়া অপর এক লৌহময় পাত্র দ্বারা তাহা আবৃত্ত করিল, এবং সকল গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিতা রচনা করিয়া ভগবানের শরীর চিতার উপর স্থাপন করিল।

৩৬। এই সময় আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ পাবা নগর হইতে কুশীনারা নগরে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত-সংখ্যক ভিক্ষু ছিলেন। আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

৩৭। এমন সময় এক জন আজীবক (নগ্নসন্ন্যাসী) কুশীনারা হইতে মন্দারপুষ্প গ্রহণ করিয়া পাবা নগরাভিমুখে গমন করিতে-ছিল।

৩৮। আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ দূর হইতে ঐ নগ্নসন্ন্যাসীকে আগমন করিতে দেখিলেন। তিনি নগ্নসন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করি-লেন।—'হে ভাই, তুমি অবশ্য আমাদিগের গুরুদেবকে জান।'

'হে বন্ধু, আমি তাঁহাকে জানি। অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতমের মৃত্যু হইয়াছে। আমি সেই স্থান হইতে এই মন্দারপুষ্প আনয়ন করিয়াছি।'